ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-১: প্রাক-ইসলামি আরব

প্রশ্ন ▶ ১ হোয়াংহো নদীর তীরে প্রাচীন চীনা সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হলেও এই নদী অধিবাসীদের জীবনে বিশাল ভূমিকা রাখে। সদ্য আবিষ্কৃত এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে একজন সম্রাটের কফিন পাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা আছে। কফিনের চারদিকে পাথরনির্মিত সশস্ত্র সৈন্যরা কঠোর পাহারায় নিয়োজিত। *[চা. বো. ১৭]*

ক. পেপিরাস কী? ১

খ. মিসরীয়দের চিত্র লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর ভূমিকার মতোই কি নীল নদ মিসরীয় সভ্যতায় ভূমিকা রেখেছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মিসরের ফারাও সম্রাটদের সমাধি সংরক্ষণের বিবরণ দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেপিরাস হলো নীল নদের তীরে জন্ম নেওয়া নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের ঘাস বা উদ্ভিদ, যা দিয়ে মিসরীয়রা কাগজ আবিষ্কার করে।

খ মিসরীয়রা চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সভ্যতার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে।

মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) নামে পরিচিত। হায়ারোগ্লিফিক অর্থ পবিত্র লিপি। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ ভাষায় নানাপ্রকার দ্রব্য, প্রাকৃতিক বিষয় প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত, যার মাধ্যমে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। এ লিখন পদ্ধতি তিনটি রূপে বিকাশ লাভ করেছে। যথা: চিত্রভিত্তিক, অক্ষরভিত্তিক এবং বর্ণভিত্তিক। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর মতোই নীল নদ মিসরীয় সভ্যতার কৃষির অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছিল।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে মিসরীয় সভ্যতা অন্যতম। মিসরকে নীল নদের দান হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেননা মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মিসরের ক্ষেত্রে নীল নদের এ অবদানই চীনের হোয়াংহো নদীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হলেও চীনা সভ্যতার বিকাশে এ নদী বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। নদীর অববাহিকায় কৃষিকাজ ও প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা, ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হোয়াংহো নদী অবদান রেখেছে। মিসরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। এ সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা অতুলনীয়। মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশু পালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। আর এ ক্ষেত্রে তারা বেশ উপকৃতও হয়েছিল। ঘর-গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীল নদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মরুভূমিতে পরিণত হওয়া মিসর নীল নদের দানের ফলেই শস্য-শ্যামল ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত চীনা সভ্যতায় হোয়াংহো নদীর ভূমিকা মিসরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে নীল নদের অবদানেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাটের কফিন যেমন পাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে, তেমনি মিসরীয় সভ্যতায় ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষণ করা হতো।

মিসরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করত। আর তাদের এ ধর্ম বিশ্বাসের ছাপ পড়েছিল স্থাপত্যিক নিদর্শনে। তারা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিল। পিরামিড ছিল তাদের স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ সৃষ্টি। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই তারা নির্মাণ করেছিল প্রকাণ্ড সৌধের এ পিরামিডগুলো। আর এ ধরনের বিশ্বাস থেকে নির্মিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথাই উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সম্রাটের কফিন সুরক্ষিত রাখতে পাথরের নির্মিত সশস্ত্র সৈন্যের পাহারা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে মিসরীয়রা তাদের ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য পিরামিড নির্মাণ করেছিল। তারা বিশ্বাস করত ফারাওদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা স্বর্গে চলে যায় এবং সেখানে দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মৃত ফারাওদের শরীর পচে গেলে এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এজন্য তারা মৃতদেহ প্রক্রিয়াজাত করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। এ মৃতদেহগুলোকে যেখানে কবর দেওয়া হতো, সেসব স্থান আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হতো। এসব কবরে দেওয়া হতো সিন্দুকভর্তি অমূল্য গহনা, ধাতব তৈজসপত্র, মুদ্রা, দামি কাপড় প্রভৃতি। মৃত ফারাওদের দেহ ও মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য মিসরীয়রা বড় বড় পাথরখণ্ড কেটে পিরামিড নির্মাণ করত। এগুলো ছিল জ্যামিতিক ত্রিভুজের আকৃতিতে তৈরি অতি উঁচু এক একটি সমাধিসৌধ।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাটদের কফিন এবং মিসরীয় ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই পাথরের দেয়াল দ্বারা মৃতদেহ সংরক্ষণের পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২ জাতিগত দাঙ্গায় সিয়েরা লিওনের জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত। সামান্য স্বার্থহানি ঘটলেই তারা বড় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থায় জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী সেখানে যুদ্ধ, নির্যাতন, অসাম্য দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দিনরাত কাজ করছে। *[চা. বো. ১৭]*

ক. 'মালা' কী? ১

খ. সাবায়ে মুয়াল্লাকাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিগত দাঙ্গার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শান্তিরক্ষী বাহিনীর কর্মকাণ্ডের আলোকে আরব জীবনে ইসলামের ভূমিকা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালা হলো প্রাক-ইসলামি আরবের একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা।

খ আরবের উকাজ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতাকে সাবায়ে মুয়াল্লাকাত বা 'সপ্ত ঝুলন্ত' কবিতা বলা হতো।

মক্কার নিকটবর্তী উকাজের বার্ষিক মেলায় আরবের প্রখ্যাত কবিগণ কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। উকাজের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে

সাতটি কবিতাকে পুরস্কৃত করা হতো। সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে এ কবিতাগুলো মক্কায় কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এ কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, বংশ গৌরব, আরব সমাজের আতিথেয়তা, স্বাধীনচেতা মনোভাব ইত্যাদি। এ কবিতাগুলোই সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা বা সাবায়ে মুয়াল্লাকাত নামে পরিচিত ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিগত দাঙ্গার সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়।

কোনো অঞ্চল বা রাষ্ট্রে একাধিক গোত্র বা দল থাকলে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সামান্য বিষয় নিয়েই গোত্রে গোত্রে সংঘাত হতে পারে। আর গোত্রীয় সংঘাত অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যেমনটি প্রাক-ইসলামি আরব এবং উদ্দীপকের সিয়েরা লিওনে লক্ষ করা যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলত। যেমন— মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল-ফুজ্জার' যুদ্ধ (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। উদ্দীপকেও সিয়েরা লিওনে সংঘাতের নেতিবাচক ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী এ সংঘাতের কারণেই সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। সুতরাং প্রাক-ইসলামি আরবের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সিয়েরা লিওনের জাতিগত দাঙ্গার তুলনা করা চলে।

ঘ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী যেভাবে সিয়েরা লিওনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, ঠিক একইভাবে অরাজকতাপূর্ণ, বিশৃঙ্খল আরব সমাজে ইসলাম শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার কোনো স্থান নেই। আর তাই আজ থেকে প্রায় ১৫০০ শত বছর পূর্বে বিশৃঙ্খল আরব সমাজে আবির্ভাব ঘটেছিল ইসলামের। আর এর ধারক ছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি ইসলামের শাশ্বত ও সুমহান বাণী প্রচার করে নৈরাজ্যপূর্ণ আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের এ অবদানেরই একটি খণ্ডচিত্র বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকায় পরিলক্ষিত হয়।

সংঘাতপূর্ণ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী যুদ্ধ, নির্যাতন ও অসাম্য দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ইসলামও এমন বিপর্যস্ত আরব সমাজে সঠিক পথ প্রদর্শন করে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। হত্যা, খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ প্রভৃতি অসামাজিক কাজে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তারা পণ্যসামগ্রী হিসেবে বাজারে বিক্রি হতো। কুসিদ প্রথার (চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন) বেড়াজালে সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এত প্রবল ছিল যে সামান্য কারণেই যুদ্ধ লেগে যেত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের (Edward Gibbon) মতে, 'অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল।' এরূপ অরাজকতাপূর্ণ সমাজে শান্তির মহান বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে সমাজে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। তিনি সমাজে বিদ্যমান খুন-খারাপি, মদ্যপান জুয়াখেলা, সুদপ্রথা ইত্যাদি অনাচার দূর করেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মা, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে সম্মানজনক অবস্থান দান করেন। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করে তিনি সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ইসলামের সুমহান আদর্শেরই আংশিক প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ৩ জনাব আলী হায়দার সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সুরমা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবনের ফলে উভয় তীরের ভূভাগ অত্যন্ত উর্বর হলেও বন্যায় উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ মহাসংকট কাটিয়ে উঠতে তিনি সুরমা নদীর তীরে বাঁধ দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং খাল কেটে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্মোচিত হয় এক নতুন দিগন্ত। তবে শিল্পবাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে সুনামগঞ্জ থাকে অবহেলিত।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]

ক. কোন শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি? ১

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুরমা নদীর সাথে কোন নদীর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আলী হায়দারের জেলার তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন অর্থে অধিক সমৃদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাব ইল' শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি।

খ জাজিরাতুল আরব বলতে আরব ভূখণ্ডকে বোঝায়।

'জাজিরা' আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদ্বীপ। আর আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। সুতরাং জাজিরাতুল আরব অর্থ আরব উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এর তিন দিক বিশাল জলরাশি এবং একদিক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর দ্বারা বেষ্টিত। এরূপ ত্রিভুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সুরমা নদীর সাথে মিসরীয় সভ্যতার নীল নদের সামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রকৃতির অপার দান নদী একদিকে যেমন মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে, তেমনি প্লাবন কিংবা বন্যায় নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে নদী শাসনের যথাযথ কৌশল গ্রহণ করে এ ধরনের সংকট নিরসন করা সম্ভব হয়, যেমনটি লক্ষ করা যায় মিসরীয়দের বর্ষা মৌসুমে নীল নদে বাঁধ নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থার মধ্যে। এভাবে পানি ধরে রেখে তা কৃষি কাজে ব্যবহার করায় মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছিল। নীল নদকে কেন্দ্র করেই তারা সভ্যতার সূচনা করেছিল। উদ্দীপকে সুরমা নদীর এমন অবদানের চিত্রই লক্ষণীয়।

বর্ষা মৌসুমে প্লাবন বা বন্যা দেখা দিলে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সংকট উত্তরণে জেলা প্রশাসক জনাব আলী হায়দার সুরমা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং খাল কেটে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন, যা কৃষির ব্যাপক উন্নতিতে অবদান রাখে। একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায়। ইতিহাসে 'নীল কন্যা' নামে খ্যাত প্রাচীন মিসরে প্রতিবছর জুন থেকে অক্টোবর মাসে বন্যায় বা প্লাবনে নীল নদের উভয় তীর প্লাবিত হতো। ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হতো। ফসলের ক্ষতি এড়াতে তারা নীল নদে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করে। ফলে দেখা যায়, বন্যা শেষে নীল নদের উভয় তীর পলি মাটিতে ভরে যেত, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুনামগঞ্জবাসীর জীবনে সুরমা নদীর অবদানের সাথে মিসরীয় সভ্যতায় নীল নদের অবদান সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করায় মিসরীয় সভ্যতা জনাব আলী হায়দারের জেলার তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ।

উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী জনাব আলী হায়দারের জেলাটি কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করলেও শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক থেকে বেশ অবহেলিত। কিন্তু মিসরীয় সভ্যতায় এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক সভ্যতার মূলভিত্তি রচনাকারী মিসরীয়রা শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের অবদানের কাছে পরবর্তী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল সভ্যতাই ঋণী। মিসরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের সাহায্যে নানা প্রকার অলংকার ও আসবাবপত্র নির্মাণ করত। অস্ত্র-শস্ত্র তৈরিতে তারা অনেক

পারদর্শী ছিল। সুতি, পশমি এমনকি নানা প্রকার কারুকার্যখচিত বয়ন তৈরিতেও তারা দক্ষ ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল অসামান্য। তারাই প্রথম লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) নামক চিত্রভিত্তিক লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের নির্মিত পিরামিডগুলো প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম ছিল। তাদের স্থাপত্য শিল্পের কলাকৌশল গ্রিক ও রোমান স্থাপত্য শিল্প ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্য শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের সাহিত্য ও দর্শন চর্চা ছিল ধর্মভিত্তিক। 'পিরামিড টেকস্টস' 'মেম্ফিস ড্রামা', 'রয়াল সান হিম', 'মৃতদের পুস্তক' ইত্যাদি তাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এভাবে মিসরীয়রা শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জেলা অর্থাৎ সুনামগঞ্জ সুরমা নদীর দানে ও নানা কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মিসরীয়দের মতো কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তাই উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি প্রমাণিত যে, সুনামগঞ্জের চেয়ে মিসরীয় সভ্যতা অধিক সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ৪ এক সময় পৃথিবীতে দাস ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শক্তিশালী দেশ তাদের কৃষিকাজের জন্য দরিদ্র দেশ থেকে অশিক্ষিত লোকদেরকে এনে কৃষিকাজে নিয়োজিত করত। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ধনী দেশ কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তবে তাদের কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। বরং তাদের উপর নির্যাতন করা হতো। তারা তাদের প্রভুর কথা মেনে চলতে বাধ্য হতো। মত প্রকাশের অধিকার না থাকায় এক সময় তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ গৃহ যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য 'X' দেশের সরকার সংবিধান প্রণয়ন করে দাসদের স্বাধীনতা প্রদান করে। এ পদক্ষেপের ফলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। *[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. ১৭]*

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ইসলাম পূর্ব আরবের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইসলামের ইতিহাসের অনুরূপ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে ইসলামপূর্ব আরবের অরাজক ও বিশৃঙ্খল সময়কালকে বোঝায়।

আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দটি আরবি। এর বাংলা অর্থ অজ্ঞতা বা অন্ধকারের যুগ। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের প্রায় একশ বছর সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ সময় মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শালীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারে সমাজ ভরপুর ছিল। এ জন্য এ সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের দাস প্রথার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

দাস প্রথা প্রাচীন বিশ্বের একটি কুপ্রথা। এ প্রথায় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রয়োজনে দাসদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। এরপর তাদের ওপর কারণে— অকারণে অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো। উদ্দীপকে এই দাস প্রথারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা ইসলামপূর্ব আরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ইসলামপূর্ব আরবে পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে-বাজারে দাস-দাসী বিক্রি করা হতো। তাদের কোনো স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দাস-দাসীদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাস-দাসীদের বিয়ে হতো, তবে তাদের সন্তান-সন্ততিও মনিবের দাস হিসেবে পরিগণিত হতো। তাদেরকে উপপত্নী হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে তাদের জীবনযাপন করতে হতো। উদ্দীপকেও দাসদের ওপর অনুরূপ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এক সময় পৃথিবীতে দাসরা ছিল ইসলামপূর্ব আরবের ন্যায় অবহেলিত। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ইসলামপূর্ব আরবের দাস প্রথার চিত্রই উপস্থাপন করে।

ঘ উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ দাস প্রথা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপ ইসলামের ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দাস-দাসীরা আমাদের মতোই মানুষ। তাই তাদের স্বাধীনতা হরণ করা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এ প্রেক্ষিতেই বর্তমান বিশ্বে দাস প্রথার বিলোপ ঘটেছে। তবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ প্রথার বিরুদ্ধে মহানবি (স)-এর অবস্থানই সামনে চলে আসে।

উদ্দীপকে 'X' দেশের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে দাসদের স্বাধীনতা প্রদানের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'X' দেশের দাসরা পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পায়। অথচ ইসলামের ইতিহাসে আজ থেকে ১৫০০ বছর আগেই মহানবি (স) দাস-দাসীদেরকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। মহানবি (স) দাস প্রথাকে ঘৃণা করতেন এবং দাসমুক্তিকে উৎসাহিত করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'গোলামকে আজাদি দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।' তিনি বিদায় হজের ভাষণে (৬৩২ খ্রি.) দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি এ ভাষণে বলেছিলেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তাই পরাবে— ভুলে যেও না তারাও তোমাদের মতোই মানুষ।' মূলত মহানবি (স)-এর এরূপ ভূমিকা সারা বিশ্বের জন্যই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এর ফলেই আজ দাস প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দাস প্রথার বিলোপে ইসলামের ইতিহাসে গৃহীত পদক্ষেপ উদ্দীপকে গৃহীত উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৫ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মহিলা পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনা অধিকার রক্ষায় নারী আন্দোলনের কার্যকর ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে একটি সময় ছিল যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তাদের কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। তারা 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৬; কক্সবাজার সরকারি কলেজ; নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ]*

ক. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উটকে কেন মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের নারীদের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জোর যার মুল্লুক তার'— উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উটই চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকারবঞ্চিত নারীদের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও যুগে যুগে নারীরা শিকার হয়েছেন নানা অত্যাচার-নির্যাতন আর বঞ্চনার। তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দাবিদার হলেও কোনো যুগেই সে দাবি পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়নি। নারীদের এ অসহায় অবস্থান এবং অধিকার বঞ্চনার দিকটিই উদ্দীপক এবং প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে লক্ষণীয়।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনার কথায় ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো এক সময়ে বিদ্যমান নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো বলে জানা যায়। এছাড়া এখানে একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারতো। নারীরা ছিল সর্বক্ষেত্রে অধিকারবঞ্চিত। এ বিষয়গুলো প্রাক-ইসলামি আরবের নারীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তখনকার সময়ে আরবীয় নারীদের সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার বলে কিছুই ছিল না। কন্যাসন্তানের জন্মকে আরববাসীরা অভিশাপ ও লজ্জাকর বলে মনে করত। অনেক পিতা-মাতা দারিদ্র্যের কশাঘাতে এবং সমাজের নিন্দার কারণে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। আবার, আরব সমাজে পুরুষেরা অবৈধভাবে একাধিক নারী গ্রহণ করত। বিবাহ প্রথা বলতে কিছুই ছিল না বলে তারা নারীদেরকে দাসী, অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত। এক কথায় সমাজে তাদের কোনো অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকারবঞ্চিত নারীদের দৃশ্যপটই অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ 'জোর যার মুল্লুক তার' উক্তিটির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ইসলামপূর্ব আরবে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অরাজক পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও নৈরাশ্যজনক। তৎকালীন আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল স্বাধীন। তবে এখানে কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাই বেশি প্রাধান্য পেত। উদ্দীপকের 'জোর যার মুল্লুক তার'- উক্তিটি আরবের এ অবস্থাকেই ধারণ করে।

উদ্দীপকে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনা ভারতীয় উপমহাদেশের এক সময়ের কিছু নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন। এখানে দেখা যায়, তৎকালীন ভারতবাসী 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। অর্থাৎ এখানে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমন চিত্র আমরা প্রাক-ইসলামি আরবেও দেখতে পাই। সরকার কাঠামো বা শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনকার আরবীয়রা অজ্ঞ ছিল। তাই সেসময়ে আরবের প্রায় সর্বত্রই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি বিদ্যমান ছিল। রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Blood Money বা 'আল দিয়াৎ' (ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুনের ক্ষতিপূরণ) প্রদান করে হত্যাকারীও মুক্তি লাভ করত। নিজ নিজ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়াত। কিন্তু তাদের কাজের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। যাদেরই ক্ষমতা ছিল তারাই সমাজে টিকে থাকত। অর্থাৎ সেখানকার শাসন ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত দাপট বা শক্তিনির্ভর।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কোনো এক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং প্রাক-ইসলামি আরবে আইনের শাসনের অভাবে জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন কায়েম ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। এটি একটি নগরভিত্তিক সভ্যতা। তাদের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রভিত্তিক। সিন্ধু সভ্যতা নগরসভ্যতা হলেও তারা উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। যব, গম, তুলাসহ নানা প্রকার ফসল তারা উৎপন্ন করত। ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে বাঁধ দিত। বন্যার পানিকে সংরক্ষণ করে কাজে লাগাত। আবার জলসেচের জন্য নালা কেটে পানি এনে ফসলে দিত। *[সকল বোর্ড-২০১৫; আর. জি. এ ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ; কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. মেমফিস কী? ১

খ. রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সিন্ধু সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেমফিস একটি ড্রামা, যা প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্যকর্মের নিদর্শন বহন করে।

খ উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করার মাধ্যমে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন।

প্রাক-ডাইনেস্টি যুগাবসানের পর মিসর উত্তর মিসর এবং দক্ষিণ মিসর এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এ দু'অংশকে একত্র করে মেনেস তার শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয় মেমফিস শহরে। এভাবে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

লিপি বা লিখনের মাধ্যমে ভাষাকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। মৌখিক ভাষার স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতা জয় করেছে এ লিখিত ভাষা। এ কারণে লিপি বা লিখন পদ্ধতি সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার। প্রাচীন মিসরীয় এবং উদ্দীপকের সিন্ধু উভয় সভ্যতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়রা চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তাদের লিপির নাম ছিল 'হায়ারোগ্লিফিক', যার অর্থ 'পবিত্র লিপি'। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ লিখিত ভাষায় নানা প্রকার দ্রব্য, প্রাকৃতিক বিষয় প্রকৃতির ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে প্যাপিরাস উদ্ভিদ থেকে কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি করা হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরাও চিত্রভিত্তিক লিপি উদ্ভাবন করেছে। অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যমে এ লিপিতে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। আর এ দিক থেকেই মিসর ও সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতি একই প্রকৃতির।

ঘ পদ্ধতিগত দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থা মিসরীয় কৃষি ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি।

কৃষিকাজের জন্য পানিসেচ ও উর্বর ভূমি প্রয়োজন হয়। নদী অববাহিকায় এ দুইয়ের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। ফলে কৃষি উৎপাদনের জন্য নদীর পার্শ্ববর্তী ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আলোচ্য মিসর ও সিন্ধু সভ্যতা তার প্রমাণ বহন করে।

প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের শুরুতে মধ্য আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নীলনদে প্লাবন সৃষ্টি হতো। ফলে এর পানি দুকূল ছাপিয়ে যেত। এতে পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি অজস্র জলজ উদ্ভিদ, আবাদি জমিতে এসে পড়ত। এতে জমিতে প্রচুর পলি জমা হতো, যা জমির উর্বরাশক্তি দ্বিগুণ বাড়িতে দিত।

নীল নদের পানিবাহিত এ পলিমাটিতে মিসরীয়রা চাষাবাদ করে প্রচুর ফসল ফলাতে সমর্থ হয়েছিল। সে সময় কৃষি উৎপাদন হতো প্রচুর পরিমাণে। যার কারণে মিসরের ব্যবসা-বাণিজ্যেও সমৃদ্ধি এসেছিল। আর এ কৃষি উৎপাদন প্রাচীন মিসরীয়দের প্রধান জীবিকা হওয়ায় এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ কৌশল, সেচ ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতাও সিন্ধু নদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সিন্ধুর অববাহিকায় তারা কৃষির ব্যাপক প্রচলন করেছিল। সিন্ধুর পানি তাদের কৃষি কাজের মূল উৎস ছিল। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে তারা কৃষিকাজে ব্যবহার করত, যা মিসরীয় সভ্যতারই অনুরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা হওয়ায় উদ্দীপকের সিন্ধু এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা উভয়ই কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষাসফরে গিয়ে প্রতিবেদনে লিখল-এলাকাটির আবহাওয়া শুষ্ক, উষ্ণ ও রুক্ষ। এখানকার অধিকাংশ মরুভূমি। বাকি এলাকাগুলোর মধ্যে সামান্যতম অংশে সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতমালা রয়েছে। মূল ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমন ভৌগোলিক পরিবেশ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম কী? ১
খ. উকাজ মেলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত কোন অঞ্চলের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অধিবাসীদের জীবনাচরণের ওপর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাপক— উক্তিটি পর্যালোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম ফারাও খুফুর পিরামিড।

খ প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কার নিকটবর্তী উকাজ নামক স্থানে যে বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হতো, তা-ই উকাজ মেলা নামে পরিচিত ছিল।
উকাজ মেলায় তৎকালীন আরবীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত। এ মেলায় নানা দ্রব্য-সামগ্রীর কেনা-বেচা ছাড়াও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতাকে পুরস্কৃত করা হতো এবং এগুলো সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ উকাজ মেলা প্রাক-ইসলামি আরবের সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের আরব উপদ্বীপের মিল আছে।
ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, উত্তপ্ত ও রুক্ষ। এটি ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত, যথা— পাহাড়ি মরু এবং উর্বর অঞ্চল। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলটিও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ এবং এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, উষ্ণ ও রুক্ষ। এখানকার অধিকাংশ এলাকা মরুভূমি এবং বাকি এলাকার মধ্যে সামান্য অংশে সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতমালা রয়েছে। আরব উপদ্বীপেও এ রকম ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখানকার অধিকাংশ এলাকা মরুময় এবং অনুর্বর। এ মরু অঞ্চল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। অতিরিক্ত উষ্ণতা ও ভূমির অনুর্বরতার জন্য এ অঞ্চল বসবাসের অনুপোযোগী। মরু অঞ্চল ছাড়া আরবের উত্তরে নজদ, হেজাজ প্রদেশ, ওমান ও হাজরামাউতে অনেক পাহাড়-পর্বত ও উচ্চ মালভূমি পরিদৃষ্ট হয়। আরব ভূখণ্ডে উর্বর তৃণভূমি অঞ্চলও বিদ্যমান। এ অঞ্চলই বসবাসের উপযোগী। বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এ উপদ্বীপের জনগণের জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলটিকে আরব উপদ্বীপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

ঘ উক্ত অঞ্চল তথা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের জীবনাচরণের ওপর এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাপক— মন্তব্যটি যথার্থ।
আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের দেহ, মন, চরিত্র ও সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের ওপর বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ওপর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। দিগন্ত বিস্তৃত মরুর মুক্ত পরিবেশ এর অধিবাসীদের করে তুলেছে স্বাধীনচেতা ও স্বতন্ত্রমনা। শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, ভূমির অনুর্বরতা, পানির অভাব, চারণভূমির স্বল্পতা প্রভৃতি প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাবে এর অধিবাসীরা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাব আরবদের দুর্ধর্ষ ও সংঘাতময় জীবনযাত্রায় প্ররোচিত করেছে, যা তাদেরকে যুদ্ধপ্রিয় জাতিতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে পশুচারণ ছিল প্রাচীন আরবীয়দের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। পশুপালন ও খাদ্যের সন্ধানে তাদের এ স্থান থেকে অন্য স্থানে কাফেলাবদ্ধভাবে যেতে হতো। এর ফলে তারা গোত্রবদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতি। ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রভাবে তথা লু হাওয়া এবং উত্তপ্ত বালু মিশ্রিত আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা ঢিলেঢালা লম্বা আলখাল্লার পশমের জোব্বা ও পাগড়ি পরিধান করত। অপরদিকে ভৌগোলিক প্রভাবে আরবদের মধ্যে মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটে, যা তাদেরকে কাব্যচর্চায় অনুপ্রেরণা যোগায়। সুতরাং বলা যায়, বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে আরবজাতির জীবনাচরণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি এ দিবসটি উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক নারী নেত্রী বলেন, "অজ্ঞতার যুগের ন্যায় এখনো কন্যাসন্তানদের অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হয়। তাদের লেখাপড়ার পরিবর্তে বাল্যবিবাহ দেয়া হয়। যৌতুকের জন্য শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়।"

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা]

ক. কাবাঘরে রক্ষিত প্রধান মূর্তিটির নাম কী? ১
খ. হানিফ কারা? ২
গ. উদ্দীপকে অজ্ঞতার যুগের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাবাঘরে রক্ষিত প্রধান মূর্তিটির নাম হোবল।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে ইবরাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত, তারাই হলো হানিফ সম্প্রদায়।
আরব দেশ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মদিনা নগরীতে এক শ্রেণির লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। মূলত, তৎকালীন আরবের যে সম্প্রদায়টি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পরলোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ সম্পর্কে জানত এবং মেনে চলত তারাই হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সমাজে নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলাম যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এ কারণে নারী-পুরুষের কোনো ধরনের বৈষম্য ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলাম নারীদের দিয়েছে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। রাসুল (স) বলেছেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' আর তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নারীদেরকে যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রদান করা। কিন্তু উদ্দীপকের বক্তব্যে এর বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে বলা হয়েছে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলা, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ইসলামপূর্ব আরব সমাজ এবং বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থা বিশ্লেষণে তা স্পষ্টত প্রমাণিত। অথচ ইসলামে নারীকে অত্যাচার ও নির্যাতন করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে (সুরা আন-নিসা, আয়াত-১৯)। মহানবি (স) বলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।" এছাড়াও তিনি বলেছেন, "নারীদের ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপরও নারীর সেরূপ অধিকার আছে। তাদের প্রতি কখনও অত্যাচার করো না।" এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। শুধু তাই নয় পিতা-মাতা, স্বামী ও নিকটাত্মীয় এর উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করতে পারবে। এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ চৌধুরী সাহেব একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনীত হয়ে একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করেন। সে গঠনতন্ত্রে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে জড়িতদের বহিষ্কারের কথাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সম্মুখে একটি 'ন্যাচারাল ঘড়ি' স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাকার্যক্রম যুগোপযোগী করার জন্য একটি 'বার্ষিক শিক্ষাকর্মসূচি' প্রকাশ করেন, যা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'ইয়ামেন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির গঠনতন্ত্রের সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির কোন কার্যক্রমটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শুধু নিয়ম-নীতি প্রণয়নই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়রা অনেক অবদান রেখেছিল— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইয়ামেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান।

খ কিউনিফর্ম হলো সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত লিখন পদ্ধতি।

সভ্যতার প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে নিজেদের লেখাকে গতিশীল করতে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে, যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform script) বা কীলকাকর নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির প্লেটে খাগের কলম (Reed Pen) দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলত। খাঁজকাটা চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা ছিল তীরের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ লিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির নিয়মনীতির সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। সুমেরীয় সভ্যতায় এজন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উদ্দীপকেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনের ন্যায় কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি যেমন সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন, তেমনি সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করেন। প্রতিটি অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো। উদ্দীপকের সভাপতিও তার গভর্নিং বডি পরিচালনার জন্য উক্ত সম্রাটের ন্যায় কিছু নিয়ম তৈরি করেছেন। এ নিয়মে কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যায়ের জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। তাই এ নিয়মনীতিকে সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ঘ শুধু নিয়ম-নীতি প্রণয়নই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়রা ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়রা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তারা বছরকে ১২ মাস, দিন-রাত্রিকে ঘণ্টায় এবং ঘণ্টাকে মিনিটে বিভক্ত করে। দিন এবং রাতের সময় নিরূপণের জন্য সুমেরীয়রা পানিঘড়ি ও স্বর্ণঘড়ি আবিষ্কার করে। তারা ২৪ ঘণ্টায় এক দিন, ৭ দিনে এক সপ্তাহ এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টার নিয়ম প্রবর্তন করে। তারা গুণ, ভাগ, বর্গমূল ও ঘনমূলের ব্যবহার জানত। তারা '০' (শূন্য)-এর আবিষ্কার করে। কাপড় ও জমি পরিমাপের জন্য সুমেরীয়রা কাঠের পরিমাপদণ্ড ব্যবহার করত।

উদ্দীপকে গভর্নিং বডির সভাপতি নিয়মনীতি প্রণয়নের পাশাপাশি তার সদস্যদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একইভাবে সুমেরীয়রাও আইন প্রণয়নের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। সুমেরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করেছিল এবং গ্রহের সময় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরিবর্তনশীল তারকারাজির প্রতি তাদের আগ্রহ থাকায় নভোমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞান প্রসার লাভ করে। তারা রাশিচক্রকে বারো ভাগে ভাগ করে নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ করে। সুমেরীয়রা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ছিল। সুমেরীয়দের চিকিৎসাশাস্ত্র জাদুবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ অব্দে সুমেরীয় চিকিৎসকেরা বেশ কিছু রসায়নের গুণ ও প্রণালী নির্ণয় করে। ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা অধিক সাফল্য দেখিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, আইনের পাশাপাশি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়রা যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ দীনবন্ধু মিত্র রচিত জমিদার দর্পণ নাটকে সাধারণ জনগণের ওপর তৎকালীন জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতনের করুণ কাহিনিচিত্রের বিবরণ জানা যায়। সেখানে জমিদারদের পাশাপাশি সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। দরিদ্র জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত। ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি হওয়ায় সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এ সব কিছুই সংঘটিত হতো শাসক শ্রেণির ছত্রছায়ায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. জিগুরাত কীসের নাম? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি প্রাক-ইসলামি আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থারই বহিঃপ্রকাশ— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিগুরাত সুমেরীয়দের প্রধান ধর্মমন্দিরের নাম।

খ হায়ারোগ্লিফিক হলো প্রাচীন মিসরীয়দের চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি।

হায়ারোগ্লিফিক অর্থ পবিত্র লিপি। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ লিখিত ভাষায় নানাপ্রকার দ্রব্য, প্রকৃতি ও বিষয় প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে প্যাপিরাস নামক কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্র লিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র প্রাক-ইসলামি আরবের অসংগতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমাজে শ্রেণিবিভাজন, সুদপ্রথা প্রভৃতি চালু থাকলে সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। প্রাক-ইসলামি আরবই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'জমিদার দর্পণ' নাটকেও এ দুটি সামাজিক অসংগতি সমাজে কীরূপ প্রভাব ফেলে তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রাক-ইসলামি আরবে যাযাবর বেদুইন এবং শহরের স্থায়ী বাসিন্দা -এ দুটি শ্রেণি ছিল। শহরবাসীরা উন্নত জীবনযাপন করলেও বেদুইনরা সভ্যজীবনের দেখা পায়নি। এ শ্রেণিবিভাজনের সূত্র ধরেই সে সময় আরবে অন্যায়, অবিচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার কুসীদ বা চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ প্রথা আরবের সাধারণ অধিবাসীদের নিকট অভিশাপ হিসেবে গণ্য হতো। এ প্রথা এরূপ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি সময়মতো সুদ দিতে না পারলে মহাজন ঋণগ্রহণকারীর স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যাদের দাসে পরিণত করত। উদ্দীপকে বর্ণিত নাটকেও শ্রেণিবিভাজন বিদ্যমান। আবার এখানে মহাজনদের সুদ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জুলুমের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সুতরাং নাটকটি প্রাক-ইসলামি আরবের নেতিবাচক সামাজিক অবস্থাকেই তুলে ধরে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকদের শ্রেণিশোষণের মধ্যে প্রাক-ইসলামি আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

শাসক শ্রেণি কর্তৃক সাধারণ জনগণকে শোষণ করার চিত্র ইতিহাসে বিরল নয়। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়েই শাসক শ্রেণি এরূপ শোষণের পথ বেছে নেয়। উদ্দীপকের শোষক শ্রেণিও তার ব্যতিক্রম নয় এবং তাদের কর্মকাণ্ড প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার সাথেই তুলনীয়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যজনক। এ নৈরাজ্যের মূলে ছিল গোত্রীয় সংঘাত। এ সংঘাত ছিল মূলত শাসক শ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সে সময় আরবে পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। গোত্রের প্রধান শেখ নামে পরিচিত ছিলেন। তারা চাইলে এ সংঘর্ষ এড়াতে পারতেন। কিন্তু তাদের ক্ষমতার মোহ তৎকালীন আরবে অশান্তি আর নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, শাসক শ্রেণির দৌরাত্ম্যে সাধারণ জনগণের জীবন ওষ্ঠাগত। তাছাড়া জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতনে সাধারণ মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নেই বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার সাথেই এর তুলনা চলে।

পরিশেষে বলা যায়, শাসক শ্রেণির ক্ষমতালিপ্সার কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে, প্রাক-ইসলামি আরবে যেমন এটি লক্ষণীয়, তেমনি উদ্দীপকের বর্ণনায়ও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ পদ্মা নদীর সাথে আজীবন সংগ্রাম করে আসছে সুজন। সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জের বাসিন্দা। এ এলাকা হচ্ছে তার বাপ-দাদার ভিটে। সিলেটের বন্ধু মাহফুজ তার এলাকায় বেড়াতে গিয়ে জানতে পারল, প্রতিবছর জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে পদ্মা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। তবে প্লাবনের ফলে পলিমাটির গুণে প্রচুর শস্য জন্মে। *[জাজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর]*

ক. সুমেরীয়দের বাসস্থান কোথায় ছিল? ১

খ. কৃষি ও বাণিজ্যে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত কেন? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মুন্সীগঞ্জের কৃষি ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কোন প্রাচীন সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুন্সীগঞ্জের তুলনায় উক্ত সভ্যতা কোন অর্থে অধিক গ্রহণযোগ্য? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের বাসস্থান ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সুমের অঞ্চলে।

খ কৃষি ও বাণিজ্যে সাফল্যের কারণেই এ দুটি ক্ষেত্রে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে আছে।

সুমেরীয়দের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল কৃষি। তারা মেসোপটেমিয়ার উর্বর মাটিতে দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করত। কৃষিতে তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে প্রতিবেশী অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। এভাবে কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সুমেরীয় সভ্যতায় উন্নত হয়ে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকে মুন্সীগঞ্জের কৃষিব্যবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থায় সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কৃষিকাজের জন্য উর্বর ভূমির কোনো বিকল্প নেই। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জমি সাধারণত উর্বর হয়। এ কারণে বর্ষার সময় নদী প্লাবিত হলে জমিতে উর্বর পলিমাটি জমে। এ প্রাকৃতিক ঘটনাটিই উদ্দীপক ও মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থার মধ্যে মিল সৃষ্টি করেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মুন্সীগঞ্জ পদ্মা নদী বিধৌত অঞ্চল। প্রতিবছর জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে এই পদ্মা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবনের ফলে জমিতে পলিমাটি জমে এবং সেখানে প্রচুর শস্য জন্মে। নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত মিসরীয় সভ্যতায়ও এরূপ পরিস্থিতি দেখা যায়। মিসরে প্রতিবছর গ্রীষ্ম কালের শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে নীল নদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। এ সময় পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি ও অজস্র জলজ উদ্ভিদ আবাদি জমিতে এসে পড়ত। এতে জমিতে পলি জমে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নদীবাহিত পলিমাটির কারণেই মুন্সীগঞ্জ ও প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা উন্নত রূপ লাভ করেছে।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ 'ক' নামক একটি দেশের ভিতর দিয়ে একটি বড় নদী প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ঐ নদীর উভয় তীরে প্লাবিত হলে পলি জমা হয়। ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এখানকার রাজারা মৃত্যুর পরে নিজেদের শরীরকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে যেত। তারা ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি সাধন করে ছিল। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দক্ষিণ আরবকে 'সুখী আরব ভূমি' বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটির সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটির তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন দিক দিয়ে অধিক সমৃদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতা, তমসা, বর্বরতা বা কুসংস্কার।

খ ধনসম্পদ ও রকমারি পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রাচীনকালে দক্ষিণ আরবকে 'সুখী আরব ভূমি' বা সৌভাগ্য আরব নামে অভিহিত করা হতো।

দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, হাজরামাইত ও ওমানে অনেক উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। এ উর্বর ভূখণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হতো। এছাড়া ধান, গমন, বার্লি, ভুট্টা, আতা, ডুমুর, পীচ ও আঙ্গুর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গ সৃজনশীল ১১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জাতীয় মসজিদের খতিব খুতবায় বলেছেন যে, এমন একটা সময় ছিল যখন আরবে কোনো ধর্মের বালাই ছিল না। মূর্তিপূজা, সৌরপূজা, জড়পূজায় লিপ্ত ছিল আরববাসী। সেই আরবে আমরা প্রতি বছর হজ করতে যাই। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক উক্ত দেশে জন্মগ্রহণ করেন। *[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়েছে কোন নগরীকে? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের খতিব প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রাক-ইসলামি আরবে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল'—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবের মক্কা নগরীকে পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়েছে।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের খতিব প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইসলামপূর্ব আরবের অধিকাংশ মানুষ ছিল অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতি পূজা ছিল আরবের প্রধান ধর্ম। পরকাল সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। উদ্দীপকের খতিব এই ধর্মীয় অবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন।

উদ্দীপকের খতিব যে সময়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন আরবেই ধর্মীয় অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। তারা মূর্তিপূজা, সৌরপূজা ও জড়পূজায় লিপ্ত ছিল। সেখানে ধর্মীয় অজ্ঞতা পুরো সমাজটাকে গ্রাস করেছিল। এককথায় ইসলামপূর্ব আরবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈরাশ্যকর অবস্থা

Teachingbd24.com

বিরাজমান ছিল। তারা আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির ওপর বিশ্বাস করত। বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর পূজায় তারা লিপ্ত থাকত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল বিপদের সময় এই দেব-দেবীরা তাদের সাহায্য করবে। এ সময় কাবায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যার চারপাশে নারী-পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের খতিব ইসলামপূর্ব আরবের ধর্মীয় অবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন।

ঘ প্রাক-ইসলামি আরবে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

প্রাক-ইসলামি আরবে বহু ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর পূজায় তারা সারাক্ষণ মগ্ন থাকত। সে সময় সমগ্র আরববাসীরা নিজেদের পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত রেখেছিল কিন্তু এ ধর্মীয় অরাজকতার যুগেও আরবের এক শ্রেণির মানুষ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলামি আরবের লোকেরা মূর্তিপূজা, সৌরপূজা, জড়পূজায় লিপ্ত ছিল। এরূপ তমসাচ্ছন্ন অবস্থায়ও আরবের মদিনা নগরীর মুষ্টিমেয় লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করত। তারা পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল না এবং মদ, নারী ও জুয়ার মোহে তারা আসক্ত ছিল না। বিশেষ করে পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজায় তারা কখনই অংশগ্রহণ করত না। এই সম্প্রদায়ই ইতিহাসে হানিফ নামে পরিচিত ছিল। এরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইদরিস (আ) এর অনুসারী ছিলেন। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল, উমাইয়া বিন আবি সালত ও জায়েদ প্রমুখ এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তারা যাবতীয় মোহ উপেক্ষা করে ঐ অরাজকতা পরিস্থিতিতেও এক আল্লাহর উপাসনা করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবে পৌত্তলিকতাসহ সমস্ত পাপাচার উপেক্ষা করে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় হযরত ইবরাহিম (আ)-এর ধর্ম অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রহমান মিয়া একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তিনি তার দলের ইশতেহার ঘোষণা করেন, যা নিম্নরূপ:

(১) একটি বিখ্যাত আইন সংহিতা প্রণয়ন করা হবে।
(২) কৃষিকাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
(৩) কৃষিকাজে অবহেলা কিংবা খাল খনন বা বাঁধ নির্মাণে অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
(৪) নির্দিষ্ট ওজন ও পরিমাণ পদ্ধতি প্রচলিত হবে।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম কী? ১
খ. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব রহমান মিয়া ঘোষিত ইশতেহারের সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার নীতিমালা সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রহমান মিয়ার ঘোষণা উক্ত সভ্যতার আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে— এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম ছিল জিগুরাত।

খ মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল বলে মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়।

মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীল নদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশু পালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের বন্যায় নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে পলি জমা হতো এবং কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মিসরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। তাই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিসরের উৎকর্ষ দেখে নির্দ্বিধায় মিসরকে 'নীল নদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি ইশতেহারের সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সুমেরীয় সভ্যতায় আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে, সংকলন করেন। অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনি ইশতেহারে রাজনৈতিক দলের প্রধান জনাব রহমান মিয়া ঘোষণা দেন যে, তার দল নির্বাচনে জয়লাভ করলে কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যায়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তাই এ ইশতেহারকে সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইশতেহার ঘোষণা প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে— উক্তিটি যথার্থ।

বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে যেসব সভ্যতা অসামান্য অবদান রেখেছে সেগুলোর মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতা অন্যতম। বিশেষ করে লিখন পদ্ধতি, হাম্মুরাবির 'আইন সংহিতা', শিল্পকলা, সাহিত্য, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রচলন, ধর্ম, চন্দ্র পঞ্জিকার উদ্ভাবন করে তারা বিশ্বকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তাদের এসব অবদানের আংশিক প্রতিফলন উদ্দীপকে দেখা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রহমান মিয়ার ইশতেহার ঘোষাণায় আইন সংহিতা, কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং ওজন ও পরিমাপের যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তা সুমেরীয় সভ্যতার অবদানের আংশিক প্রতিফলন। কেননা সুমেরীয় সভ্যতার অবদান ব্যাপক ও বিস্তৃত। তারা ভিন্নধর্মী লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপির ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে নিজেদের আরো গতিশীল করতে কিউনিফর্ম নামক অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপির উদ্ভাবন করেন। আইনের ক্ষেত্রেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা ৩০ দিনে মাস, ৩৬০ দিনে বছর গণনা করতো। এ সভ্যতায় দিনকে ঘণ্টা হিসেবে ভাগ করে ব্যবহার করা হতো। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রে তারা অসমান্য অবদান রেখেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুমেরীয় সভ্যতার অবদানের আংশিক প্রতিফলন উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং হতাশাব্যাঞ্জক। দেশটিতে শান্তি এবং নিরাপত্তার লেশমাত্র নেই বললেই চলে। খুনের বদলে খুন, রক্তের বিনিময়ে রক্ত এসব প্রথা এখানে প্রচলিত। বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় এখানে প্রতিনিয়ত জানমালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। সিরিয়ার বিদ্রোহী গ্রুপ ফ্রি সিরিয়ান আর্মির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল রিয়াদ আল-আসাদ গত মার্চ মাসে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে পা হারিয়েছেন। সিরিয়ার জনগণ জানে না এ যুদ্ধের অবসান হবে কবে।

[শেখ ফাজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম লিখ। ১
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টির সাথে গোত্রদ্বন্দ্ব জড়িত ছিল— মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিক।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

Teachingbd24.com

কোনো অঞ্চল বা রাষ্ট্রে একাধিক গোত্র বা দল থাকলে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সামান্য বিষয় নিয়েই গোত্রে গোত্রে সংঘাত হতে পারে। আর গোত্রীয় সংঘাত অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যেমনটি প্রাক-ইসলামি আরব এবং উদ্দীপকের সিরিয়ায় লক্ষ করা যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলত। যেমন— মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল-ফুজ্জার' যুদ্ধ (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। উদ্দীপকেও সিরিয়া সংঘাতের নেতিবাচক ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী এ সংঘাতের কারণেই সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। সুতরাং প্রাক-ইসলামি আরবের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার তুলনা করা চলে।

ঘ প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনীতির সাথে গোত্রদ্বন্দ্ব জড়িত ছিল বলে আমি মনে করি।

ইসলামপূর্ব যুগে আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা— শহরের বাসিন্দা ও মরুবাসী যাযাবর। শহরবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও মরুবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যজনক।

গোত্রপ্রীতি ছিল বেদুইন আরবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গোত্রপ্রীতিকে কেন্দ্র করে আরবদের মাঝে সর্বদা সংঘাত লেগেই থাকত। পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। প্রত্যেক গোত্রে একজন করে গোত্রপতি থাকত যাকে শেখ বলা হতো। যুদ্ধ সন্ধি, ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শেখের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। সরকারপদ্ধতি বা শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আরববরা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তৎকালীন সমাজে আইনের শাসন বলতে কিছু ছিল না। ফলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রচলিত ছিল। রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। আরবদের এই গোত্রপ্রীতিকে বলা হয় আসাবিয়া। মক্কার নেতৃত্ব ইসলামপূর্ব আরবে গোত্রীয় কমনওয়েলথ গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে, আরবের পার্শ্ববর্তী সিরিয়া, ইয়ামেন, আম্মান প্রভৃতি অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সাথে বিভিন্ন শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সত্যিকার অর্থেই আরবে একটি গোত্রীয় কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনীতিতে গোত্রদ্বন্দ্বের উপস্থিতি ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। সে একটি সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল, যে সভ্যতার লোকজন সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। সে গবেষণা করে পায় যে স্থাপত্য শিল্পে তাদের দক্ষতার জন্য তারা ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। *[ক্যান্টনমেন্ট গার্লিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ]*

ক. আলেকজান্ডারের শিক্ষক কে ছিলেন? ১

খ. আরবকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় কেন? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে আরাফাত কোন সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার লোকজন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে পরিচিত— কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন এরিস্টটল।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আরাফাত প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করেছিল।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মিসরীয় সভ্যতা। আর ইতিহাসে এ সভ্যতার প্রধান অবদান হলো লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। মিসরীয়দের এ লিখন পদ্ধতি আধুনিক বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে মিসরীয়রা স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছে। উদ্দীপকেও মিসরীয় সভ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরাফাত একটি সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল। সে সভ্যতার লোকজন সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। এছাড়া তারা স্থাপত্যশিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। আর আরাফাতের গবেষণাকৃত এ সভ্যতাটি নিশ্চিত ভাবেই প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা। কেননা সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়রাই সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। যা 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে পরিচিত। যার অর্থ পবিত্র লিপি। এ পদ্ধতিতে ২৪টি চিহ্ন ছিল। প্রতিটি চিহ্ন বিশেষ অর্থ নির্দেশ করত। প্রতিটি চিহ্ন পাশাপাশি খোদিত করে শব্দ বা বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করা হতো। এছাড়াও মিসরীয়রা স্থাপত্যশিল্পে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'পিরামিড'। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি আকাশচুম্বী বিশাল এক অন্যান্য শিল্পে মিসরীয়দের বাস্তবধর্মী ও সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, আরাফাতের গবেষণায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার লোকজন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে বিশ্বে পরিচিত লাভ করেছিল।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয় সভ্যতার অবদান অসামান্য। পৃথিবীর ইতিহাসে তারা শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিল। কেননা পাথর কেটে প্রকাণ্ড সৌধ বানাতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে পিরামিড নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসেবে বিবেচিত হয়। মৃত ফারাওয়ের দেহ ও তাদের সঙ্গে দেওয়া মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য তারা এসব পিরামিড নির্মাণ করেছিল। বিশালাকার পিরামিড তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সবচেয়ে বিখ্যাত পিরামিড ছিল ফারাও খুফুর পিরামিড। পিরামিড এক সময় সপ্তাশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিরামিডের পাশাপাশি তাদের স্থাপত্যশিল্পে জায়গা করে নেয় ধর্মমন্দির। মূলত পুরোহিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা অনেক বৃহৎ সুদৃশ্য ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছিল। এগুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হলেও এটি নির্মাণে প্রচুর ব্যয় হতো। ধর্মমন্দির গুলোর মধ্যে কর্নাক ও লাকজ ছিল বিখ্যাত।

পিরামিড ছাড়া আরও একটি স্থাপত্যশিল্প ছিল, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে পিরামিড গড়ার সাথে সাথেই মিসরে ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্মমন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশপথে ভাস্কর্য বিদ্যমান ছিল। স্ফিংকস ছিল মিসরীয় ভাস্কর্যের প্রধান উদাহরণ। এছাড়াও ভাস্করগণ নরম পাথরে মানুষের মূর্তি গড়তেন। ফারাও ইখনাটন ও রানি নেফারতিতির মূর্তি এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে মিসরীয়রাই শ্রেষ্ঠ নির্মাতা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ পাহাড়পুরের গাবতলী গ্রামে আলাল সাহেবের দুটি কন্যা সন্তান। তাদের বয়স ১১ ও ৮ বছর। পুত্র সন্তান না হওয়ায় আলাল তার স্ত্রীর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন। সম্প্রতি সে গোপনে তার বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে তার স্ত্রী ও কন্যাদের ফেলে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। আর মোবাইল ফোনে স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে যায় ঐ দেশে গেলে তারা কন্যা সন্তানদের বিক্রি করে দেবে। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. আরব উপদ্বীপ এশিয়ার কোন দিকে অবস্থিত? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. ঐ যুগে নারীদেরকে কীভাবে দেখা হতো? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের পাহাড়পুরের গাবতলীর ঘটনায় আইয়ামে জাহেলিয়া সমাজের নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সবসময়ই নির্যাতিত হয়েছে। অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার নারীরা বারবার অবমাননার মুখোমুখি হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজের নারীরাই তার বাস্তব উদাহরণ, উদ্দীপকেও যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, যে গাবতলী গ্রামের দুই সহোদরের কারো কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তারা তাদের স্ত্রীদের নির্যাতন করে। এমনকি তারা সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে স্ত্রীদের রেখে অন্য দেশে চলে যায়, যা প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের নারীর অবস্থাকে নির্দেশ করে। জাহেলিয়া সমাজে নারী জাতি ছিল ঘৃণিত, অবহেলিত এবং ভোগের সামগ্রী। সে সময় বিবাহ বলতে কিছুই ছিল না। সমাজে বিমাতা ও ভগ্নিকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। নারী পণ্যদ্রব্যের ন্যায় হাটে-বাজারে বিক্রয় হতো। মৃত স্বামী ও পিতার অথবা কোনো আত্মীয়ের সম্পদে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যাসন্তান জন্মদান অপমানজনক বিধায় তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অনেকে দারিদ্র্যের ভয়েও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। বনু কুরাইশ ও বনু তামিম গোত্রের লোকেরা কন্যাসন্তানকে হত্যা করে গর্ব করত। উদ্দীপকের ঘটনা নারীদের প্রতি প্রতি তৎকালীন আরব অধিবাসীদের এরূপ নৃশংসতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ঐ যুগে অর্থাৎ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে কন্যাসন্তানের জন্মদানকে অপমানজনক এবং নারীদের বিনোদনের বস্তু মনে করা হতো।

প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। মানবতাবিবর্জিত জাহেলিয়া যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। তৎকালীন আরব সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন 'আরববাসীরা মদ, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।' পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে ও বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। এ ব্যাপারে নারীর মতামত বা অনুভূতির কোনো তোয়াক্কাই করা হতো না। নারীর কোনো মানবীয় সত্তা, মানবিক আবেগ-অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের সামান্যতম স্বীকৃতি ছিল না। প্রাক-ইসলামি যুগে কলুষিত আরব সমাজে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতো তেমনি বংশের বীর্যবান সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে সম্ভ্রান্ত বংশের বীরপুরুষদের শয্যাশায়িনী হতে বাধ্য করা হতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেওয়া হলে তাদের চেহারা অপমানে কালো হয়ে যেত। অসম্মান ও দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তাদের হৃদয় কাঁপত না। পাষণ্ড আরব পুরুষেরা এরূপ হত্যাকাণ্ড দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক-ইসলামি আরবে নারীদের কোনো মান-সম্মান বা অধিকার ছিল না। তারা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, নিগৃহীত হয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করত।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জাওয়াদ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অনার্স ক্লাসের ছাত্র। সে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর মাঠকর্মীর কাজ করতে গিয়ে নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামে যায়। এখানে সে লক্ষ করে, অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাঠের মাঝে মাঝে ত্রিকোণাকার পাথরের স্থাপনা তার চোখে পড়ে। কৃষকদের সাথে তাদের আয়-রোজগারের কথা বলতে গিয়ে দেখে, তাদের ফসলের যাবতীয় হিসাব একটি খাতায় যোগ-বিয়োগ করে রেখেছে। *[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. কিউনিফর্ম কী? ১

খ. ফারাও কাদের বলা হতো এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জাওয়াদ যে গ্রামে গিয়েছিল সেই গ্রামবাসীদের জীবনযাপনের সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিকোণাকার পাথরের স্থাপনা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিউনিফর্ম সুমেরীয়দের চিত্রভিত্তিক লিখন পদ্ধতির নাম।

খ প্রাচীন মিসরীয় রাজা-বাদশাদের ফারাও বলা হতো।

'ফারাও' শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ গৃহ। মিসরীয় শাসকগণ ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এবং তারা বিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাই তাদেরকে ফারাও উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে জাওয়াদ যে গ্রামে গিয়েছিলেন সেই গ্রামবাসীদের জীবনযাপনের সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। আর এ কৃষিকাজকে গতিময় করার ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান হিসেবে নদীর ভূমিকা যে অপরিসীম তার প্রমাণ রয়েছে উদ্দীপকের গ্রামটিতে এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার পরতে পরতে।

নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। আর এ কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে নীল নদ। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নীল নদের উভয় তীর প্লাবিত হয় এবং নদীর উভয় তীর পলিমাটিতে ভরে যায়। পলিমাটি সঞ্চিত উর্বর ভূমিতে নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে মিসরীয়রা তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে মিসরীয়রা কৃষিকাজকে চাঙ্গা করে তোলে। উদ্দীপকের গ্রামটিও নদীর তীরে অবস্থিত এবং এ গ্রামের মানুষেরা কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিসরীয় সভ্যতার কৃষিজীবী মানুষগুলোর সাথে উদ্দীপকের গ্রামবাসীর জীবনযাপন পদ্ধতির গভীর মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিকোণাকার স্থাপনাটি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান স্থাপত্য নির্দশন পিরামিডের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিসরীয়রা অসামান্য কীর্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি সবকিছুতে ছিল শিল্পকর্মের ছাপ। তাদের সজীব, বাস্তবধর্মী ও সমৃদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ত্রিকোণাকার স্থাপনা তথা সুউচ্চ পিরামিডগুলোতে।

পিরামিড প্রাচীন মিসরীয়দের এক অনন্য আশ্চর্য কীর্তি। গ্রিক ভাষায় 'পিরামিড' শব্দের অর্থ খুব উঁচু। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি আকাশচুম্বী বিশাল ও ত্রিকোণাকার সমাধিসৌধ। এ পর্যন্ত ৮০টিরও বেশি পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ৭০টিরও বেশি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। প্রাচীন মিসরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত, সে জীবনেও তাদের ফারাওদের নেতৃত্ব প্রয়োজন। তাই মৃত রাজা-বাদশাহদের দেহ মমি করে রাখার জন্য পিরামিড তৈরি করা হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে তৈরি করা হয় পিরামিড।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত ত্রিকোণাকার স্থাপনা বলতে প্রাচীন মিসরীয়দের পিরামিড স্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ গেদা আর গেদীর বিয়ের পর তাদের ঘরে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের আশা ছিল পুত্র সন্তান জন্মাবে। এর ফলে গেদীর সংসারে কলহের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়বার আবারো কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ায় গেদীকে অভাবের সংসারে নতুন উপদ্রব মনে করে গেদা তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। গ্রামের শিক্ষিত যুবক দলিল গ্রামের এরূপ নির্যাতিত নারীদের রক্ষার কাজে এগিয়ে এলেন। 'কন্যা সন্তান অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ, এরূপ স্লোগান এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করলেন। এতে গেদা তার ভুল বুঝতে পারলো এবং তার সংসারে শান্তি ফিরে এলো। *[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গেদার কর্মকাণ্ডে ইসলামপূর্ব আরবের সমাজ ব্যবস্থার কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে দলিলের কার্যকলাপ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন? তোমার মতামত দাও। ৪

Teachbook.net

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতা, তমসা, অন্ধকার প্রভৃতি।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে দলিলের কার্যকলাপ হযরত মুহাম্মদ (স) এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (স) কে শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে মনে করা হয়। কেননা তিনি একাধারে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতির সংস্কারের মাধ্যমে অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দলিল তার গ্রামের নির্যাতিত নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। তার প্রচেষ্টা গ্রামের মানুষকে সচেতন করে। ফলে পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলিলের এ কাজটি রাসুল (স)-এর সামাজিক সংস্কারের একটি দিকমাত্র। কেননা মহানবি (স) শুধু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা নয় বরং সমাজের সকলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। তিনি আভিজাত্যের গৌরব, কৌলীন্য প্রথা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি দূর করে ন্যায়ভিত্তিক, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি দাস-দাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) দাস-দাসীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন, "তোমরা যা খাবে, যা পরবে, দাস-দাসীদেরকেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।' এভাবে সমাজের সকলের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স) অসামান্য অবদান রাখেন, যার সামান্যই উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দলিলের কর্মকাণ্ডে রাসুল (স) এর সমাজ সংস্কারের সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারি উপজেলা চেয়ারম্যান তার উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কাজে নিজে অংশগ্রহণ করেন। উপজেলার সার্বিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি করেন এবং শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার মাধ্যমে তার উপজেলা শহরের পরিবেশ উন্নততর করেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি? ১

খ. মিসরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. চেয়ারম্যান সাহেব কোন সভ্যতার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার উন্নয়ন করেছেন। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে মেসোপটেমীয় সভ্যতা।

খ সৃজনশীল ১৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ চেয়ারম্যান সাহেব প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার উন্নয়ন করেছেন।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা। নগরকেন্দ্রিক উন্নত জীবন প্রচলনের ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান অসামান্য। যারা পাকা রাস্তা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি উন্নতি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। উদ্দীপকেও এরূপ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলা চেয়ারম্যান তার এলাকার উন্নয়নে নিজেই অংশগ্রহণ করেন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকিসহ তার শহরের আধুনিকায়নের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কার্যক্রমেরই অনুকরণ। কেননা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল। তারা ঘর-বাড়ি পোড়া মাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি করত। তাদের নগরীর ভিতর দিয়ে পাকা রাস্তা ছিল। এছাড়া প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা যায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলি মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। আর নগর উন্নয়নের এ ধরনের কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের চেয়ারম্যান প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অনেকেই কাজে লাগিয়েছেন।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত চেয়ারম্যানের গৃহীত ব্যবস্থা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কার্যাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা নগর সভ্যতা হলেও তারা উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। বন্যার পানি সংরক্ষণ ও বাঁধ দিয়ে এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়াও পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল, যা উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে দেখা যায়।

উদ্দীপকে চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়নকল্পে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এই উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। উপজেলার সার্বিক পয়ঃনিষ্কাশন তদারকিসহ শহরের আধুনিকীকরণ করেন। এভাবেই তিনি তার এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমরা এই অবস্থার প্রতিফলন দেখি। তারা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং বন্যায় পানি সংরক্ষণ করে কৃষি কাজে ব্যবহার করত। জলসেচের জন্য নালা কেটে পানি এনেও তারা ফসল উৎপাদন করত। বিশেষভাবে তারা সড়ক, কূয়া খনন, পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থার মাধ্যমে যে উন্নয়ন ঘটায় তা আধুনিক নগর বিকাশের ঘটনায় দীপ্তিমান ও প্রজ্জ্বলিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিককরণের সাথে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নগর বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২১ মেজর রাব্বানি জাতিসংঘ শান্তি মিশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আফ্রিকার একটি দেশে নিযুক্ত হলেন। সেখানে তিনি লক্ষ করলেন বেশির ভাগ মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ দাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় হয়। শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া হয়। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. কোন দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মেজর রাব্বানির দেখা প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুগের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব ভূখণ্ডকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মেজর রাব্বানির দেখা প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত প্রাক-ইসলামি যুগের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ। এ সময় আরববাসীর সামগ্রিক জীবন ছিল নৈরাজ্যকর, অনৈতিকতা এবং বিশৃঙ্খল। আর এ ধরনের পরিস্থিতি তৎকালীন সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এ নীতিহীন প্রাক-ইসলামি আরবীয় সমাজের প্রতিচ্ছবিই উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে মেজর রাব্বানির উল্লিখিত প্রতিবেদনে দেখা যায় আফ্রিকার একটি দেশে মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ দাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় হয়। শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া হয়। প্রাক-ইসলামি সমাজে এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। তখন আরবের অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আরব বেদুইনদের প্রধান পেশা ছিল লুটতরাজ। অনাচার, ব্যভিচার ও নৈতিক অবক্ষয় আরব সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ, চুরি, মদ্যপান, খুন ইত্যাদি গর্হিত কাজ তখনকার আরবীয় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এছাড়া প্রাক-ইসলামি যুগে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুসীদ প্রথা বা সুদের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন তার স্ত্রী এবং সন্তানদের হস্তগত করে দাস-দাসীরূপে বিক্রি করত। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের প্রতিবেদনের সাথে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজের ব্যাপক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

Teachingbd24.com

ঘ জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর।
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের প্রায় একশ বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এটি ছিল অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ। সভ্য সমাজের কোনো বৈশিষ্ট্য তখনকার মানুষের মধ্যে ছিল না। সুষ্ঠু, সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তারা সামাজিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। উদ্দীপকে বর্ণিত দৃশ্যপটও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি দেশের বেশিরভাগ মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সেখানে শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেওয়া হয়। যা আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের প্রতিফলন। কেননা প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারী বা কন্যা শিশুদেরকে অভিশাপ মনে করা হতো। কন্যাসন্তানের বাবা হওয়াকে লজ্জাকর মনে করে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অন্যদিকে, নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে ভোগ্যপণ্য ব্যতীত আর কিছুই ভাবা হতো না। আবার মদ, জুয়া ছিল তখনকার সমাজের মানুষের নিত্য দিনের সাথী। ঐতিহাসিক খোদাবক্স এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, মদ, নারী, জুয়া ছাড়া তারা একদিনও চলতে পারত না, যার প্রচলন আফ্রিকার দেশটিতেও লক্ষণীয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও চরমভাবে বিশৃঙ্খল।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব হাসান রাজশাহী জেলা কর্মকর্তা। তার জেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বন্যায় তার জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তিনি রাজশাহীবাসীকে নিয়ে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজশাহী এখন কৃষিসমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছে। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'বাবইল' শব্দের অর্থ কী ১
খ. 'উকাজ মেলা' সম্পর্কে যা জান লিখ। ২
গ. রাজশাহীবাসী কোন সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে? লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন মিসরীয়দের অবদান আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবইল' শব্দের অর্থ- দেবতার নগর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ রাজশাহীবাসী মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজ লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে।
মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীলনদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এ জন্যই মিসরকে বলা হয় 'Gift of the Nile'। মিসরীয় সভ্যতার উষালগ্নে জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতি বছর গ্রীষ্ম কালের শুরুতে প্লাবনের ফলে নীলনদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। মাসব্যাপী এ বন্যায় নদীর দুই তীরের জমিতে পলিমাটির আস্তরণ পড়তো। এ কারণে মিসরের জমি খুব উর্বর হতো। ফলে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হতো। কৃষি ছিল মিসরীয়দের প্রধান পেশা। এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ কৌশল, সেচ ব্যবস্থার বিকাশ ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রাজশাহী বাসীকে নিয়ে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজশাহী এখন কৃষিসমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছে। মিসরীয় সভ্যতার লোকেরাও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করেছিল। এর মাধ্যমে তারা শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য বন্যার পানি ধরে রাখত। সুতরাং বলা যায়, রাজশাহীবাসী মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছিল।

ঘ কৃষির বিকাশ, ধর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিসরীয় সভ্যতার অবদান অসামান্য।
সভ্যতার বিকাশে মিসরীয়দের অবদান সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ধর্ম, শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ অবদান রেখেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিসরীয়রা বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করতো। তারা পরকালে বিশ্বাস করতো। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদের উত্থান ঘটে। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মিসরীয়রা পিরামিড নির্মাণ করে। এজন্য পাথর কাটতে তারা প্রসিদ্ধ হস্ত ছিল। পিরামিড ছাড়াও তারা ধর্ম মন্দির নির্মাণ করেছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের দু পাশে সারি সারি স্ফিংস মূর্তি ও সামনে ফারাওয়ের মূর্তি রাখা হতো। চত্বরের শেষ ভাগে থাকত একটি বিশাল হলঘর। মিসরীয়রা মূর্তি খোদাই করে মন্দিরের দেওয়াল সাজাত। স্ফিংস ছিল মিসরীয় ভাস্কর্যের প্রধান উদাহরণ। মিসরীয়রা নগর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে বর্ণভিত্তিক লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। প্যাপিরাস কাগজে তারা এ বর্ণগুলো চর্চা করতো। এ ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, সাহিত্য ও দর্শনের বিকাশে মিসরীয়দের অবদান অপরিসীম।
পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার সূচনালগ্নে মিসরীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রভূত উন্নতি সাধন করে, যা পরবর্তী সভ্যতাসমূহের বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শনার্থী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিন আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারও এখান থেকে ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের পদক, প্রত্যয়নপত্র ও নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী? ১
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সাথে আরবের উকাজ মেলায় কোন পুরস্কারের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের মেলাটির মতো উকাজ মেলাও সাহিত্যনির্ভর ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম 'হানিফ'।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সাথে প্রাচীন আরবের উকাজ মেলায় সেরা কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের তুলনা করা যায়।
মানবমনের শুদ্ধতম ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এজন্য সাহিত্য চর্চা মানসিকতার পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপক এবং ইসলামপূর্ব আরবের মধ্যে এ সাহিত্য চর্চার অনুসঙ্গটিই সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।
প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কবিতা চর্চা। এক্ষেত্রে প্রাচীন আরবের অধিবাসীদের দক্ষতা, পারদর্শিতা ও ভাষাজ্ঞান ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। কাব্যপ্রীতি ছিল তাদের সাহিত্য প্রতিভার উজ্জ্বলতম দিক। মক্কার বাৎসরিক উকাজ মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল কবিতা প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর এখানে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের পুরস্কৃত করা হতো। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা সাবায়ে মুয়াল্লাকাত নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদানের দিকটি লক্ষণীয়। এরূপ পুরস্কার কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলা যায়, এ পুরস্কারটি প্রাচীন আরবের উকাজ মেলার সেরা কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাথেই তুলনীয়।

ঘ উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো সাহিত্যনির্ভর ছিল না বলে আমি মনে করি।
উকাজ মেলা ছিল আরব সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। সেখানে সাহিত্যের বাইরেও অনেক কিছুর উপস্থিতি ছিল, যা আরবের তৎকালীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করত। কিন্তু বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলা শুধু সাহিত্যনির্ভর।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বই ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি উন্মুক্ত মঞ্চে আবৃত্তি, সংগীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এ মেলার সব কর্মকাণ্ডই সাহিত্যনির্ভর। উকাজ মেলায়ও আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর বসত। প্রতিযোগিতায় এক বা একাধিক কবিতা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। তবে উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো শুধু সাহিত্যনির্ভর ছিল না। এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলা যেমন— জুয়া, লাঠি, মল্লযুদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য-গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হতো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও ঐ মেলা থেকে আরবরা সংগ্রহ করত। এটি ছিল মোটামুটি আরব সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র। সাহিত্যচর্চা ছিল শুধু এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা একাডেমির মেলাটির ন্যায় 'উকাজ মেলা' কেবল সাহিত্যের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল না; বরং এর পরিসর ছিল বহুমাত্রিক।

প্রশ্ন ▶ ২৪ 'দীপা হত্যার বিচার চাই', 'নারী নির্যাতন বন্ধ কর', 'নিরাপদ সমাজ চাই', অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই প্রভৃতি শ্লোগানে সজ্জিত ব্যানার নিয়ে বিশ্ব নারী দিবসে রাস্তার পাশে মানববন্ধন করছিল সবুজপত্র বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা শিশু, কিশোরী, ছাত্রী, বধূ, পুত্রবধূ সবার নিরাপত্তা চায়। তাদের প্রতি পাশবিক, নিষ্ঠুর ও অমানবিক অত্যাচার নির্যাতনের অবসান চায়। তারা নিঃসংকোচে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা চায়, নারীর প্রতি ঘৃণিত অত্যাচারের অধ্যায়ের সমাপ্তি চায়। মানববন্ধনে অংশ নিয়ে নারীনেত্রী জুলেখা চৌধুরী বলেন যে, নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, তাদের লেখা পড়া শেখাতে হবে, সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে, তাদের মর্যাদা দিতে হবে। তবেই নারীর প্রতি পাশবিক আচরণ বন্ধ হবে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. কাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? ১

খ. 'সুখী আরব ভূমি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটিতে প্রাক-ইসলামি আরবের সমাজব্যবস্থার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যটি যেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গৃহীত সংস্কারের আদর্শিক প্রতিফলন।' বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

খ সুখী আরব ভূমি বলতে দক্ষিণ আরব অর্থাৎ ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমান অঞ্চলকে বোঝায়।

দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পাহাড়ি ও অনাবাদি ভূমি থাকলেও কয়েকটি উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা রয়েছে। এ উর্বর ভূখণ্ডে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি, বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হয়ে থাকে। এ অঞ্চলগুলো কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রকমারি পণ্যদ্রব্যের কেন্দ্রস্থল ও ধন-সম্পদের কেন্দ্রভূমি হওয়ায় প্রাচীনকালে এগুলোকে 'সুখী আরব ভূমি' বা আরবদের সৌভাগ্য বলা হতো।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন ও তাদের অধিকার বঞ্চনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও সব যুগেই নারীরা সমাজে নিগৃহীত, অবহেলিত হয়ে নানা অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গিই নারীর মর্যাদা আর অধিকারকে বারবার ভূলুণ্ঠিত করেছে। উদ্দীপকে যেমন এ বাস্তবতা অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি প্রাক-ইসলামি আরব সমাজেও নারীর এমন করুণ ও মর্যাদাহীন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সবুজপত্র বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা নারী দিবসে রাস্তার পাশে মানববন্ধন করছে। তারা দীপা নামের একটি মেয়ে হত্যার বিচারসহ নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানায়। তাদের দাবিতে আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন এবং নারীর নিরাপত্তাহীনতার কথা ফুটে উঠেছে। প্রাক-ইসলামি আরব সমাজেও নারী এভাবে নির্যাতিত হতো। তাদের সামাজিক মর্যাদা বলে কিছুই ছিল না। তারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে আরবরা অমর্যাদাকর মনে করত। তাই কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তারা দ্বিধা করত না। অনাচার, ব্যভিচার, নারী হত্যা ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড। প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারী ছিল পুরুষদের ভোগের সামগ্রী। এক কথায় তৎকালীন নারী সমাজ ছিল সকল অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতিত, অবহেলিত। উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারীদের এমন করুণ অবস্থার চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যটি যেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গৃহীত সংস্কারের আদর্শিক প্রতিফলন— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এতে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স)-এর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নারী নেত্রী জুলেখা চৌধুরী নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য তাদের সম্পত্তির অধিকার এবং মর্যাদা নিশ্চিতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জুলেখা চৌধুরীর কথায় রাসুল (স)-এর নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কারমূলক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা রাসুল (স) অবহেলিত নারী জাতিকে স্বীয় পিতা ও স্বামীর সম্পদের অংশ প্রদান করেছেন। সকল প্রকার অবৈধ বিবাহ প্রথা বাতিল করে বৈধ বিবাহের প্রচলন করেন। মোহরানা প্রথার মাধ্যমে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনিই প্রথম নারীকে মাতা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী হিসেবে সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন, তিনি ঘোষণা করেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' নারীদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) বলেন 'নারীর ওপর পুরুষের যতটুকু অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীর ততটুকু অধিকার আছে।' রাসুল (স) কন্যাসন্তান পছন্দ করতেন। তিনি অপরিসীম স্নেহ, মমতা দিয়ে তার কন্যাদের বড় করে তোলেন। তিনি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী নারীকে সকল অধিকার প্রদান করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স)-এর সংস্কারসমূহই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ তানিয়া ডিসকভারি চ্যানেলে আফ্রিকার একটি আদিম মানব গোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ দেখছিল। তাদের একটি স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালি আছে। শাসন বিভাগের প্রধানকে তারা বলে 'চিংগুরা'। তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তিনি তাদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের মালিক। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান বিচারপতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও তিনি বিচারক। তাই তারা নিজেদের জন্য ঘর বাড়ি না বানালেও তাদের সম্মানিত 'চিংগুরার' জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি তৈরি করে। তার মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তারা বানিয়েছে পৃথক ও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপনা। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. কে মিসরকে নীল নদের দান বলেছেন? ১

খ. 'জাজিরাতুল আরব' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিংগুরা' ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উভয়ের মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার বৈশিষ্ট্য কি এক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরকে নীল নদের দান বলেছেন।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিংগুরা' ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ফারাও এর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে সাধারণত একজন ব্যক্তি অবস্থান করতেন। যিনি ফারাও নামে পরিচিত। রাষ্ট্রের সব কর্মকাণ্ড তার নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হতো। এমনকি ফারাওকে আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রধান বলে গণ্য করা হতো। উদ্দীপকে ফারাও এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি আদিম মানবগোষ্ঠীর বিচার বিভাগের প্রধানকে চিংগুরা বলা হতো। যিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান বিচারপতি। এমনকি তিনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেরও বিচারক। চিংগুরার মধ্যে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ফারাও এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কেননা এ সভ্যতার শাসক ফারাও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিশ্ব জোড়া। তারা শুধু পৃথিবীর নয় আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রধান ছিলেন। বিচারব্যবস্থায়ও ফারাও ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। তাই বলা যায়, চিংগুরার কর্মকাণ্ডে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার শাসক ফারাও এর প্রভাব- প্রতিপত্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ না, উভয়ের মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার বৈশিষ্ট্য এক নয়।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম দিক ছিল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া। তারা বিশ্বাস করত মৃত মানুষ কবরে গেলে তার দেহে আবার আত্মা ফিরে আসে। কিন্তু দেহ পচে গেলে আত্মার ফিরে আসতে সমস্যা হয়। এ জন্য তারা দেহকে মমি করে রাখত। যেখান থেকে পরবর্তীতে পিরামিডের উদ্ভব ঘটে। উদ্দীপকেও দেহ মমি করে রাখা এবং পিরামিডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি আদিম মানবগোষ্ঠী তাদের বিচারক চিংগুরার মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য চিংগুরার জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে প্রাচীন মিসরীয়রাও তাদের শাসক ফারাও এর দেহ সংরক্ষণ করত। চিংগুরা এবং ফারাও এর দেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক। কেননা তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর কবরে দেহে আবার আত্মা ফিরে আসবে। এ কারণে তারা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা চিংগুরার জন্য সুন্দর ঘর বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে ফারাওদের জন্য মিসরীয়রা তৈরি করত পাথরের পিরামিড। পিরামিডের গঠন কাঠামো এতই উন্নত যে শতশত বছর পরেও তা টিকে আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের চিংগুয়া ও ফারাও এর দেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনা ভিন্ন ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সোমার শহর 'কেশবপুরে' বই মেলা চলছিল। সোমা তার বান্ধবী রূপাকে নিয়ে একদিন বিকেলে বই মেলায় বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল মেলার একদিকে নতুন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হচ্ছে। মেলার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বুক স্টল। সেগুলোতে খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যকরা উপস্থিত হচ্ছেন। আরেক প্রান্তে কবিতা প্রযোগিতা হচ্ছে। স্থানীয় কবি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে প্রতিযোগীরা এতে অংশ নিচ্ছে। বিচারকমণ্ডলীর রায়ে তিনজন শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে বই ছাড়াও স্থানীয় জিনিসপত্রের পশরা তাদের চোখে পড়ে। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. কাকে আরব শেক্সপিয়ার বলা হয়? ১

খ. Public Register of the Arabs বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের পুরস্কারের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন পুরস্কারের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলার চেয়ে প্রাক-ইসলামি আরবে অনুষ্ঠিত মেলাটির কার্যক্রম ছিল আরও বিস্তৃত।' উক্তিটি সমর্থন কর কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরব শেক্সপিয়ার বলা হয়।

খ ইসলামপূর্ব যুগে আরবে রচিত কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বলা হয়।

আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগেও খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে সময়ে আরবি কবিতাসমূহ উন্নত গঠনশৈলী অনুসারে রচিত হতো। আর ইসলামপূর্ব আরবদের জীবনপ্রণালি জানার জন্য কাব্য ছাড়া অন্য কোনো উৎস ছিল না। কাব্যের মাধ্যমে আরবরা প্রেম, ভালোবাসা, গোত্রপ্রীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গণতান্ত্রিক ভাবাবেগ, স্বাধীনচেতা মনোভাব, বীরত্ব তথা তাদের সার্বিক জীবনপ্রণালি তুলে ধরেছেন। এ কারণে ইসলামপূর্ব আরবের কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বা 'দিয়ানুল আরব' বলা হয়।

গ কেশবপুর বইমেলায় পুরস্কারের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের তুলনা করা যায়।

প্রাক-ইসলামি আরবের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক 'উকাজ মেলার' সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর এক বা একাধিক কবিতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করে পুরস্কার দেওয়া হতো। কেশবপুরের বইমেলায়ও সেরা সাহিত্যকর্মের জন্য অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাক-ইসলামি আরবে হজের মৌসুমে মাসব্যাপী উকাজ মেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এ প্রতিযোগিতায় তারাফা আমর, ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদদাদ, ইমরুল কায়েস প্রমুখ কবি অংশগ্রহণ করতেন। এখানে শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করে পুরস্কৃতও করা হতো। এই মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এগুলো 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, কেশবপুরে অনুষ্ঠিত বইমেলায় বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণকে সম্মানিতও করা হয়। তাই বলা যায়, কেশবপুর বইমেলার পুরস্কারের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল ২৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চলে খরার কারণে কোনো শস্যাদি জন্মায় না। আবহাওয়া বেশি প্রখর। আবহাওয়াও প্রখর ছিল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে মাঝে মাঝে কিছু বৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার এমন প্রতিকূলতা সেখানকার জনগণকেও গড়ে তুলেছে রুক্ষ ও কষ্ট সহিষ্ণু করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. সাইমুম কী? ১

খ. আরব জাতির শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ স্থানের আবহাওয়া বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. আবহাওয়ার প্রভাবে আরব অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইমুম হলো মরুর বালুঝড়।

খ আরব জাতি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলো হলো আরব-ই-বায়দা, আরব-ই-আরিবাহ এবং আরব-ই-মুস্তারিবাহ।

আরবের আদিম অধিবাসীদের আরব-ই-বায়দা বলে। আদ, সামুদ, তামস, জাদীস, জারহাম বংশ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী জাতিগুলোর আবির্ভাবে এ জাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরব-ই-বায়দার ধ্বংসের পর যে জাতিগোষ্ঠী আরবে বসতি স্থাপন করেছিল তারাই আরব-ই-আরিবাহ নামে পরিচিত। উত্তর আরবের অধিবাসীদের আরব-ই-মুস্তাবিরাহ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd.net

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ আরব ভূখণ্ড বিভিন্ন সাগর-মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত হলেও এর আবহাওয়া ও জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং উত্তপ্ত। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীর অভাবে এ অঞ্চলটি উত্তপ্ত মরু অঞ্চল, শুষ্ক নিষ্করুণ, রৌদ্রদগ্ধ, গাছপালা শূন্য এবং লু হাওয়া প্রবাহিত। অনুরূপ আবহাওয়া উদ্দীপকের অঞ্চলেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে খরার কারণে কোনো শস্যাদি জন্মায় না। এখানকার আবহাওয়াও বেশ প্রখর। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। আরব মরুভূমিতে একই অবস্থা বিরাজমান। আরব ভূমির অধিকাংশই বৃষ্টিহীন প্রান্তর। তাই এর আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতাই প্রবল। দক্ষিণের সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প ভেসে এলেও মরুভূমির তপ্ত হাওয়া তা শুষে নেয়। তাই ঐ মেঘ যখন আরবের প্রান্তে এসে পৌঁছে তাতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি ও ভূমির লবণাক্ততা প্রভৃতির মতো প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করেই আরববাসীদের জীবন গড়ে উঠেছে।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আতিক ঢাকাস্থ কামরাঙ্গীর চরে ঘুরতে গিয়ে এক শ্রেণির কিছু মানুষ দেখল যারা তাঁবু খাটিয়ে পরিবার মিলে বসবাস করছে। তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে আতিক জানতে পারে তারা এখানে কিছুদিন হলো পটুয়াখালী থেকে এসেছে। আবার তারা সপ্তাহ খানিক পর জামালপুর যাবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েই তারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। এক জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. প্রাচীন আরবের আয়তন কত? ১

খ. উকাজ মেলার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ২

গ. আতিকের দেখা মানুষগুলোর সাথে ইসলামপূর্ব আরবের কোন সম্প্রদায়ের মানুষের সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন আরবের আয়তন প্রায় ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আতিকের দেখা মানুষগুলোর সাথে ইসলামপূর্ব আরবের বেদুইন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরব বেদুইনরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে এবং তৃণ অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। ছন্দময় চলার পথেই তারা প্রচুর আনন্দ লাভ করে। পশুচারণই তাদের প্রধান জীবিকা। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তারা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করে। তারা সাদাসিধা জীবনযাপন করে। তারা উটের দুধ, মাংস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি তারা আদৌ মনোযোগী ছিল না। তারা মনে করে শিকার এবং লুণ্ঠনই জীবনধারণের মোক্ষম উপায়। লুণ্ঠনকে তারা অপরাধ মনে করত না। বরং অনুর্বর ভূমিতে লুণ্ঠন করে খাওয়া তারা ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে মনে করত।

উদ্দীপকে কামরাঙ্গীর চরেও আরব বেদুইনদের মতো কিছু উদ্বাস্তু মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যারা জীবিকার তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মানুষগুলো আরব বেদুইনদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ প্রাক-ইসলামি যুগের আরব বেদুইনরা ছিল ভিন্নধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের আরব বেদুইনরা রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ফলে তাদের চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু বেদুইনদের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পৌরুষত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, অতিথিপরায়ণতা এবং গোত্রপ্রীতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা শুধু পানির জন্য বা তৃণভূমির অধিকারের মানসে বেপরোয়া হয়ে উঠত। আঞ্চলিকতাভিত্তিক কূপমণ্ডূকতা কখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। নিজেদের পৌরুষত্ব জাহির করার ক্ষেত্রে তারা সর্বত্র সমভাবে অবিচল থাকত। জলবায়ু, প্রকৃতিগত অবস্থার প্রতিকূলতা তাদেরকে সর্বাগ্রে সংগ্রামী মনোবৃত্তির অধিকারী করে তুলেছিল। বেদুইন নারীগণ পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ লাভে কখনও বঞ্চিত হতো না। প্রয়োজনবোধে স্বামীকে পরিত্যাগ করার অধিকারও সংরক্ষণ করত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রকৃতির কঠোরতার জন্যই আরব বেদুইনরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৯ খুলনা বালিয়াঘাটা অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। কিন্তু প্রতিবছর বন্যা হওয়ায় পশুর নদীর পানি ঢুকে এ অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য এলাকাবাসী স্থানীয় ভাইস চেয়ারম্যান এর বাসায় একত্রিত হয়। চেয়ারম্যান সাহেব তখন এলাকাবাসীকে বললেন, প্রাচীনকালেও কোনো এক সভ্যতার মানুষেরা এ জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা করেছিল। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থাপত্য কলার বিকাশে ভূমিকা রাখে। *[বাসারবাস ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. কোন নদীকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে ছিল? ১

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? ৩

ঘ. প্রাচীন সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীল নদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, মিসরের নীলনদের পানি উপচে দুকূল ছাপিয়ে নবোপলীয় মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ সকল সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। উক্ত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের বালিয়াঘাটা এলাকার লোকজন মিসরীয়দের মতোই সমস্যা কবলিত। তারাও নদীর বন্যার কারণে ক্ষতির শিকার। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব এবং তারাও মিসরীয়দের মতো বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

ঘ প্রাচীন সভ্যতা বিকাশে নদীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে– উদ্দীপক এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলো বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এর প্রমাণ পাই।

আমরা জানি যেকোনো সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীনকালে জলপথ ছাড়া যাতায়াতের কোনো মাধ্যম ছিল না। বিকল্প যাতায়াত মাধ্যম না থাকায় মানুষ জীবিকার জন্য জলপথের ওপর নির্ভর করত। এছাড়া নদীতে মৎস্যচাষ, নদীর অববাহিকার প্লাবিত হয়ে মাটিতে ভরে যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন এবং শিল্প কারখানার কাজে ব্যবহার করার জন্য মানুষ নদীর তীরকেই সভ্যতা নির্মাণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করত।

মিসরের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানকার মানুষ নীল নদের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ করে নদীকে শাসন করে। ফলে এখানে যাতায়াত, মৎস্যচাষ, পশুপালন, ফসলাদি উৎপাদন, এবং জনপদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এখানে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। আবার রোমান সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা টাইবার নদীর অবদান দেখতে পাই। এছাড়া মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িককালে ইরাক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি

Teachingbd24.com

নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এগুলোকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলে। এই মেসোপটেমীয় সভ্যতায় ফোরাত এবং দজলা নদীর প্রভাব লক্ষণীয়। নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে এসব সভ্যতার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্যকলা উন্নত পর্যায়ে স্থান লাভ করে। ফলে এসব সভ্যতা দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়। উদ্দীপকেও খুলনার বালিয়াঘাটা ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে পশুর নামক একটি নদী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সরকার এ নদীতে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে এর তীরবর্তী এলাকা বন্যামুক্ত হয়েছে এবং পরিকল্পিত সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, মানব সভ্যতা বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। তাই সভ্যতার বিকাশে নদীর অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩০ গ্রিনলিফ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 'Z' তার ক্লাবের জন্য একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করেন। সেখানে ক্লাবের সদস্যদের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জড়িতদের বহিষ্কারের কথাও উল্লেখ করা হয়। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. কোন নদীর তীরে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির কাজের সাথে প্রাচীন সভ্যতার কোন শাসকের কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

খ সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির নিয়মনীতির সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। সুমেরীয় সভ্যতায় এজন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উদ্দীপকেও একটি ক্লাবের জন্য আইনের ন্যায় কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকের গ্রিনলিফ ক্লাবের সভাপতি ক্লাবের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। অনুরূপভাবে সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে, সংকলন করেন। অপরাধের জন্য প্রত্যেক অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে পারত। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সভাপতি 'Z' এর কাজে প্রাচীন সুমেরীয় শাসক ডুঙ্গির কাজের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতবহ সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি— উক্তটি যথার্থ।

আইন একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। সুমেরীয় সভ্যতায় এ জন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি নিয়মনীতি সংবলিত একটি আইন কাঠামো প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত গঠনতন্ত্রে ক্লাবের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ নিয়মে কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বহিষ্কার তথা শাস্তির উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করেন। প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার উদ্যোগী হয়ে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ৩১ আফ্রিকার সিয়েরালিয়নে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশি যুবক রহিম। স্থানীয় যুবক সিবাবার সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। রহিম বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারে বিভিন্ন গোত্র দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত যা যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। এ গোত্রীয় দ্বন্দ্বে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। বিদ্যমান আইন থাকলেও নেতাদের নির্দেশকে তারা অধিক গুরুত্ব দিত। এ প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কার শাসন পরিষদের নাম কী ছিল? ১

খ. 'জাজিরাতুল আরব' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য— বক্তব্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মালা ছিল প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কার শাসন পরিষদ বা মন্ত্রণা সভা।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্র কলহের মিল পাওয়া যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে বংশানুক্রমে চলত। যেমন বানু বকর ও তাগলিবের মধ্যে সংঘটিত 'বাসুস যুদ্ধ' দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মদিনার আউস ও খাজরাব গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল ফুজ্জার' ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদিপশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, ইসলাম পূর্বযুগে আরবে প্রায় ১৭০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাসুস, বুয়াস, হারবুল ফুজ্জার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিংবা সুসংগঠিত কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না।

উদ্দীপকের গোত্রীয় দ্বন্দ্বে যেমন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্রকলহের কারণেও তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ঘ গোত্রীয় দ্বন্দ্বের ভয়াবহতা হতে উত্তরণের জন্য জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।

জাহেলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। উত্তরে বাইজান্টাইন ও দক্ষিণে পারস্য শাসিত কতিপয় রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আরবদেশ ছিল স্বাধীন। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরবগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি

Teachingbd24.com

গোত্র বংশ হিসেবে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল। আরবদের সমাজজীবনে গোত্রই ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। এজন্য গোত্রভুক্ত হয়ে বসবাস করা অপরিহার্য ছিল। স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি তারা যেমন সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি শত্রু গোত্রের প্রতিও তারা অনুরূপ শত্রুতা পোষণ করত। পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে চলত। এর ফলে পুরো সমাজে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রাক-ইসলামি যুগের এসকল কারণে মানুষে মানুষে হানাহানি লেগেই থাকত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আরবদের মধ্যে প্রয়োজন ছিল জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব। যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের অন্যায়, অবিচার, সংঘর্ষ হতে মানুষকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মিতু বাবার সাথে একুশে বইমেলায় গেল। সে বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা, বইমেলা কী?' বাবা বলল, 'বইমেলা হলো এক ধরনের সাহিত্য মেলা।' এখানে বিভিন্ন লেখকের বই বিক্রয় ও প্রকাশিত হয়। মাসব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার ও আলোচনা হয়। সারা দেশের কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী মানুষ এখানে মিলিত হন। এখানে প্রতিবছর কয়েকজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিককে একুশে পদক দেওয়া হয়। মিতু দেখল, একদিকে আলোচনা সভা, অন্যদিকে গান-বাজনা। চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। সবাই হাসি মুখে বইমেলায় হাটছে আর বই কিনছে। এ যেন সকল শ্রেণি মানুষের মিলনমেলা।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল আমিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একুশে পদকের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

খ বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যবাদিতার কারণে মহানবি (স)-কে আল আমিন বলা হতো।

হযরত মুহাম্মদ (স) ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদী ছিলেন। এ কারণে আরবের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিরা তাঁকে আমানতদার হিসেবে গ্রহণ করেন। নম্র ব্যবহার, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কারণে তিনি আরববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রিক মাধুর্য, সরলতা, পবিত্রতা, সত্যের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি কারণে মক্কাবাসীগণ তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত একুশে পদকের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের মিল রয়েছে।

আরবের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক 'উকাজ মেলার' সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর এক বা একাধিক কবিতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করে পুরস্কার দেওয়া হতো। একুশে বই মেলাতেও প্রতি বছর সাহিত্যকর্মের জন্য অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করে।

প্রাক-ইসলামি আরবে হজ মৌসুমে মাসব্যাপী উকাজের বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এ প্রতিযোগিতায় আমর ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদদাদ, ইমরুল কায়েস প্রমুখ কবি অংশগ্রহণ করতেন। এখানে শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করে পুরস্কৃতও করা হতো। এই মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এগুলো 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, প্রতিবছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলায় বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণকে সম্মানিতও করা হয়। তাই বলা যায়, একুশে পদকের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত মেলায় অর্থাৎ উকাজ মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে।

উকাজ মেলা ছিল আরব সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। সেখানে সাহিত্যের বাইরেও অনেক কিছুর উপস্থিতি ছিল, যা আরবের তৎকালীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করত। উকাজ মেলায় আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বই ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি উন্মুক্ত মঞ্চে আবৃত্তি, সংগীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এ মেলার সব কর্মকাণ্ডই সাহিত্যনির্ভর। উকাজ মেলায়ও আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর বসত। প্রতিযোগিতায় এক বা একাধিক কবিতা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। তবে উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো শুধু সাহিত্যনির্ভর ছিল না। এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলা যেমন- জুয়া, লাঠি, মল্লযুদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য-গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হতো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও ঐ মেলা থেকে আরবরা সংগ্রহ করত। এটি ছিল মোটামুটি আরব সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র। সাহিত্যচর্চা ছিল শুধু এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, 'উকাজ মেলা' কেবল সাহিত্যের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল না; বরং এটিতে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ মেলায় ক্রেতা বিক্রেতা দর্শনার্থী, শিল্পী সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। মেলায় প্রতিদিন স্বরচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীত, প্রকাশনা উৎসব, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। পুরস্কার প্রাপ্তদের পদক, নগদ অর্থ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিকে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. কোন কবিকে 'আরবের শেক্সপিয়ার' বলা হয়? ১

খ. হিলফুল ফুজুল গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাহিত্যকর্মের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সাহিত্যকর্ম ও পুরস্কারের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাহিত্যকর্মের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত সাহিত্যকর্ম 'ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে অনেক অবদান রেখেছে'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরবের শেক্সপিয়র বলা হয়।

খ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে আরববাসীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল গঠন করেছিলেন।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। বালক বয়সে যখন তিনি 'হারবুল ফুজ্জার' এর ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘটি।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachmeboi.com

ঘ উদ্দীপকের সাহিত্য কর্মের ন্যায় আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত সাহিত্য কর্ম অর্থাৎ, 'সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাত' ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে অনেক অবদান রেখেছে।

প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় পর্যবসিত হলেও সাংস্কৃতিক চর্চায় তার কোনো ছাপ পড়েনি। আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ। তা সত্ত্বেও তাদের লোকগাথা, প্রবাদ, লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে প্রায় ১ লক্ষের অধিক কবিতা তারা সংরক্ষিত করে রাখে। তৎকালীন আরবরা গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। আর আরবদের সাহিত্য কর্ম তৎকালীন সময়ের ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস।

উদ্দীপকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে আয়োজিত বই মেলার কথা বলা হয়েছে। যেখানে কৃতিত্বপূর্ণ সাহিত্য কর্মের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রাক-ইসলামি আরবের উকাজ মেলায় আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ সময় আরবগণ উকাজ মেলায় তাদের রচিত কবিতা নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করত এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার লেখককে পুরস্কৃত করা হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এদেরকে 'সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাত' বলা হতো। সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাতের রচয়িতাগণ সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতেন। তাছাড়া আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। উন্নত গঠনশৈলীর কারণে এ সময় আরবি কবিতাকে 'The Public Resister of the Arabs' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আর এ সমস্ত সাহিত্যের উৎসের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ প্রাক-ইসলামি আরবের ইতিহাস রচনা করেছেন। কেননা তাদের সাহিত্যের মধ্যেই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সকল বিষয় প্রতিফলিত হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবের সাহিত্য কর্ম তৎকালীন আরবের সাহিত্য রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ প্রতি বছর মাঘ মাসে যশোরের সাগরদাড়িতে মধুমেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলা এক ধরনের সাংস্কৃতিক মেলা। উক্ত মেলায় বিভিন্ন লেখকের বই বিক্রয় করা হয়। মাঘ মাসব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার ও আলোচনা হয়। সারা দেশের কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এখানে এসে মিলিত হয়। এখানে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কয়েকজন ব্যক্তিকে পদক দেয়া হয়। সারা দেশের মানুষ এখানে এসে উৎসব মুখর পরিবেশে বই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে। মাঘ মাসের মধুমেলা যশোরের একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. শেখ কথাটির অর্থ কী? ১

খ. প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্র কীভাবে গঠিত হতো? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদকের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেখ কথাটির অর্থ গোত্র প্রধান।

খ প্রাক-ইসলামি যুগে শেখের নেতৃত্বে গোত্র গঠিত হতো।

প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যজনক ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। কেন্দ্রীয় শাসন বলতে কিছু ছিল না। সমগ্র উপদ্বীপে গোত্রভিত্তিক শাসন বিদ্যমান ছিল। যে গোত্রগুলো গড়ে উঠেছিল শেখ বা গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বে। গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় গোত্রের প্রধান ছিল সর্বেসর্বা। শেখগণ বয়স, সামরিক যোগ্যতা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতেই মনোনীত হতেন এবং তাদের নেতৃত্বে গোত্র পরিচালিত হতো।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ কুষ্টিয়া জেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নদী বয়ে গেছে। এক সময় কুষ্টিয়ার জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত থাকত। কারণ আষাঢ় হতে ভাদ্র মাসে প্রতিবছরই পদ্মা নদীর উভয় তীর বন্যায় ডুবে যেত। ফলে উভয় তীরের ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর হলেও কুষ্টিয়া শহরসহ আশপাশের অঞ্চলসমূহের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের ব্যবস্থা করে। পদ্মা নদীতে বাঁধ দেয়ার কারণে আশপাশ অঞ্চলসহ কুষ্টিয়া শহর বন্যামুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া সরকার বিভিন্ন জায়গায় খাল খনন করে বর্ষা মৌসুমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। যার কারণে শুকনা মৌসুমে জমিতে জল সেচ করে স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে এসেছে পরিবর্তন। তবে শিল্প-বাণিজ্য এবং আধুনিক উন্নয়নের ধারায় কুষ্টিয়া জেলা তেমন একটা উন্নত হতে পারে নাই। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন অর্থে অধিক সমৃদ্ধ যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

খ সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে।

নীলনদকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিসরীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালি, অর্থনৈতিক উন্নতি সবকিছুতেই ছিল নীলনদের ব্যাপক প্রভাব। নীলনদের পানি ব্যবহার করেই প্রাচীন মিসরীয়রা কৃষি কাজে উন্নতি লাভ করে। আর অর্থনীতিতে নদীর এমন ভূমিকাই উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কুষ্টিয়া জেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী বন্যার সময় আশে-পাশের অঞ্চলসমূহ প্লাবিত করত। এতে মানুষের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হত। এ জন্য সরকার শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় খাল খনন করে। যা ওই অঞ্চলের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে। অনুরূপভাবে মিসরীয় সভ্যতায় আজ থেকে ৭০০০ বছর পূর্বে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, নীলনদের পানি উপচে দু'কূল ছাপিয়ে উপকূলীয় মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন প্রাচীন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। এভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পদ্মা নদীটিতে বাঁধ দিয়ে যেমন কুষ্টিয়া জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয়, ঠিক একইভাবে নীলনদে বাঁধ দেওয়ার মাধ্যমে মিসরের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়।

ঘ উন্নয়ন ও অবদানগত দিক দিয়ে কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় আমার পঠিত সভ্যতাটি অর্থাৎ মিসরীয় সভ্যতা অধিক সমৃদ্ধ।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা মানব সভ্যতার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী অবদান রাখে। এরা ধর্মের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইখনাটন 'এটন' দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাসে একেশ্বরবাদী ধারণার জন্ম দেন। এছাড়া বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায়ই প্রাচীন মিসরীয়দের বিশেষ অবদান লক্ষ করা যায়। আবার দর্শনের দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত মননশীলতার পরিচয় বহন করছে।

এ সভ্যতার মানুষ আরও বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রেখে নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু উদ্দীপকের নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো অবদান পরিলক্ষিত হয় না।

Teachmeboi.com

উদ্দীপকে বর্ণিত কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং বিভিন্ন স্থানে খাল খনন করে সরকার এখানকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু মিসরীয় সভ্যতায় শুধুমাত্র কৃষির উন্নতি নয় বরং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও তারা অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। মিসরীয় শিল্প ও স্থাপত্য অনন্য ঐশ্বর্যের দাবিদার। ইতিহাসে তারা শ্রেষ্ঠতম নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। পিরামিড ছাড়াও বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্ম মন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশ পথে ভাস্কর্য নির্মাণ করে সভ্যতাকে উন্নত করেছে। তারা সমাধিসৌধ ও মন্দিরসমূহের দেয়াল অলংকৃত করে চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটায়। তবে সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বর্ণভিত্তিক চিত্রলিপির উদ্ভাবন। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, মৃৎপাত্র নির্মাণ, মিনা করার পদ্ধতি, জলাশয়কে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর করার কৌশল জানতো এবং উন্নতমানের লিনেন কাপড় তৈরি করতে পারত। এ সভ্যতার উপাদানসমূহ অধিকহারে পরবর্তীকালের সভ্যতাগুলোতে পরিলক্ষিত হয় এবং আধুনিক বিশ্বেও এ সভ্যতার প্রভাব পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মিসরীয় সভ্যতা সুনিশ্চিতভাবেই উদ্দীপকে উল্লিখিত কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ পাগলাদহ গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে সবসময় গোলমাল লেগেই থাকে। গ্রামে অনেক জোতদার লোকের বাস। জোতদারদের নিজস্ব অনুগত বাহিনী আছে। বছরের বিভিন্ন সময় ধান কাঠা, মাছ ধরা বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা বাজিতপুরের নারীদের। নারী যেহেতু পুরুষের মতো ক্ষেতে ফসল ফলানো, পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে অক্ষম সে কারণে তাদেরকে বোঝা মনে করা হয়। সামর্থ্যবান পুরুষেরা তাদেরকে নানাভাবে নিগৃহীত করে থাকে। তবে যেসব নারী তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়, তাদেরকে জোতদারেরা সমীহ করে। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আসাদুল্লাহ কোন খলিফার উপাধি? ১

খ. প্রাচীনকাল থেকে মক্কার গুরুত্বের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজিতপুরের নারীর অবস্থার আলোকে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের নারীর অবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আসাদুল্লাহ হযরত আলী (রা)-এর উপাধি।

খ ধর্মীয় কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

হযরত ইবরাহিম (আ) মক্কায় কাবা ঘর নির্মাণ করার পর থেকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে লোকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় গমন করত। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও মক্কায় হজ পালন হতো। মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের পরেও মুসলমানদের হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে হয়। তাই ধর্মীয় কারণে মক্কার গুরুত্ব প্রাচীন কাল থেকেই।

গ উদ্দীপকের পাগলাদহ গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাক-ইসলামি যুগ বলতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পূর্ববর্তী একশ বছরকে বোঝানো হয়। এ সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা অন্ধকার যুগও বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সব সময় গোলমাল লেগেই থাকে। এই গ্রামে অনেক জোতদার লোকের বাস। বছরের বিভিন্ন সময়ে ধান কাটা, মাছ ধরা বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকতো। তেমনিভাবে প্রাক-ইসলামি আরবদের মধ্যেও বংশগৌরব, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য নিয়ে সর্বদাই দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগেই থাকত। এ সময় কৌলীন্য প্রথা থেকেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। নারীকে আপদ ও অশুভ সত্তা বলে মনে করা হতো। সমাজে এরা ভোগের সামগ্রী ও অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। তাদের আর্থ-সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না। বাজারের পণ্যের মতো হস্তান্তরযোগ্য ছিল নারী। সামাজিক মর্যাদা তো দূরের কথা তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার পর্যন্ত ছিল না। নারীরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অক্ষম ছিল বিধায় তাদেরকে সর্বদা লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। এক কথায় প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর কোনো মূল্য ছিল না— উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের পাগলাদহ গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আবরের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ অবহেলা লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের দিক দিয়ে উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজিতপুরের নারীদের অবস্থা এবং প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের নারীর অবস্থা ছিল একই রকম।

উদ্দীপকে বাজিতপুরের নারীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। নারীরা যেহেতু পুরুষের মতো ক্ষেতে ফসল ফলানো, পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে অক্ষম সে কারণে তাদের বোঝা মনে করা হয়। সামর্থ্যবান পুরুষেরা তাদেরকে নানাভাবে নিগৃহীত করে থাকে। তবে যে সকল নারী তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয় তাদেকে সামর্থ্যবান পুরুষেরা সমীহ করে।

প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক মানবতাবিবর্জীত জাহেলিয়া যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। তৎকালীন আরব সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, 'আরববাসীরা মদ, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।' পুরুষেরা একাধিক বিয়ে ও বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। এ ব্যাপারে নারীর মতামত বা অনুভূতির কোন তোয়াক্কাই করা হতো না। নারীর কোনো মানবীয় সত্তা, মানবিক আবেগ অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের সামান্যতম স্বীকৃতি ছিল না।

প্রাক ইসলামি যুগে কলুষিত আরব সমাজে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতো তেমনি বংশের বীর্যবান সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে সম্ভ্রান্ত বংশের বীরপুরুষদের শয্যাশায়িনী হতে বাধ্য করা হতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেওয়া হলে তাদের চেহারা অপমানে কালো হয়ে যেত। অসম্মান ও দারিদ্রের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তাদের হৃদয় কাঁপত না। পাষণ্ড আরব পুরুষেরা এরূপ হত্যাকাণ্ড দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করত। পরিশেষে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগে নারীরা সর্বক্ষেত্রে ছিল অধিকারবঞ্চিত। শুধু বঞ্চনাই নয়, তাদের কোনো মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। পদে পদে তাদেরকে হেয় করা হতো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ কদমতলিতে গ্রাম্য মোড়লদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গ্রামের লোকজন তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা সৎ, যোগ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মোড়ল নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত মোড়ল গ্রামের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রামের সার্বিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'আরবের শেক্সপিয়ার' কাকে বলা হয়? ১

খ. উকাজ মেলা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. আল মালার বিভিন্ন শাখার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

ঘ. 'প্রাচীন আরবের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গোত্র-প্রীতি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবের শেক্সপিয়ার বলা হয় ইমরুল কায়েসকে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ প্রাক-ইসলামি আরব শাসনের ক্ষেত্রে আল মালার বিভিন্ন শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করত।

ইসলামপূর্ব আরবে 'আল মালা' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা ছিল। আল মালা নামে আখ্যায়িত এ পরিষদ মক্কার বিবদমান

Teachinbd24.com

গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করত। এর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা এবং মৈত্রী ও সদ্ভাব কায়েম করা। উদ্দীপকেও মালার কার্যাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, নির্বাচিত মোড়লদের মাধ্যমে একটি গ্রামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রামের সার্বিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আর এ পরামর্শ সভাটিই ছিল প্রাক-ইসলামি আরবের মালা। এ পরিষদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এটি কেবল পরামর্শ দিতে পারত। এর বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রিফাদাহ, সিকায়াহ, নাসি ও লিওয়া। এর মধ্যে রিফাদাহ তীর্থ যাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব পালন করত। সিকায়াহ তীর্থ যাত্রীদের পানীয় সরবরাহ করত। নাসির দায়িত্ব ছিল সৌর ও চন্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকার সামঞ্জস্য বিধান করা। আর লিওয়া যুদ্ধের সময় পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করত। এভাবে মালার বিভিন্ন শাখাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি পরিচালনা করত। যে কক্ষে এ পরিষদের সভা বসত তাকে 'দারুন নাদওয়া' বলা হতো।

ঘ প্রাচীন আরবের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গোত্রপ্রীতি— উক্তিটি যথার্থ।
প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল বেদুইন বা যাযাবর। বিশেষ কিছু জীবনাচরণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য বেদুইনদের সভ্য মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম ছিল গোত্রপ্রীতি। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
উদ্দীপকের প্রাক-ইসলামি আরবের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেখানে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আর আরবদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি ছিল অত্যন্ত প্রকট।
আরবের বেদুইনদের সমাজের ভিত্তিই ছিল গোষ্ঠীবদ্ধতা। স্বজাতীয় কয়েকটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে 'কাবিলা' গঠন করত। কাবিলার প্রধানের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল সীমাহীন। গোত্রের প্রতি তাদের মমত্ববোধ এত প্রখর ছিল যে, এর জন্য প্রয়োজনে তারা জান মাল দিতেও প্রস্তুত ছিল। তাছাড়া গোত্রের স্বার্থে তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করত না। এ গোত্রীয় সংহতি তাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ রেখেছে যুগ যুগ ধরে। আবার তারা রক্তের বদলে রক্তের নীতিতে বিশ্বাসী হলেও যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ ছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবের গোত্রীয় শাসনব্যবস্থায় গোত্রপ্রীতিই ছিল প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কোরিয়া উপদ্বীপের পূর্বে জাপান সাগর, পশ্চিমে কোরীয় উপসাগর, দক্ষিণে পীত সাগর ও পূর্বে চীন সাগর এবং উত্তরে চীনের চুংচান এবং ফুসান রাজ্য অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে এ উপদ্বীপ পাহাড়ি ও সমতল ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। আর সমতল ভূমির মাটি উর্বর বিধায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য জন্মে। এ উপদ্বীপের আবহাওয়া কৃষি ও জনগণের জীবনাচরণের অনুকূলে। তবে কোনো উল্লেখযোগ্য মরুভূমি না থাকায় এ অঞ্চলে আবহাওয়া শুষ্ক নয়। ফলে জনগণের জীবনযাপনে আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না।
[শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা]

ক. কোন মৌসুমে উকাজ মেলা বসতো? ১
খ. হেজাজকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয় কেন? ২
গ. কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর কোরীয়বাসীদের মতো আরবদের ওপরও আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি— উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হজ মৌসুমে উকাজ মেলা বসতো।

খ বিশ্ব মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা হেজাজ প্রদেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটিকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয়।
সৈয়দ আমীর আলী বলেন, হেজাজ একটি বিচ্ছিন্ন দেশ, বিশেষত মক্কার চতুর্দিকের ভূখন্ডকেই হেজাজ বলে। হেজাজের বিখ্যাত শহর মক্কা, মদিনা ও তায়েফ শস্য-শ্যামল, ছায়া-শীতল হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ও মনুষ্য বসবাসের উপযোগী। ফলে এই অঞ্চলে মানুষ ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করে। আর ইসলামের পবিত্র ভূমি ধারনকারী এ অঞ্চলটিকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয়।

গ ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ আরবের তিন দিক পানি ও একদিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চল ও উর্বর অঞ্চল আরবীয়দের জন্য উল্লেখযোগ্য দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল। এ বিষয়গুলোরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কোরিয়া উপদ্বীপের ক্ষেত্রে।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, কোরিয়া উপদ্বীপের তিন দিক পানি এবং এক দিক স্থলবেষ্টিত। কোরিয়া উপদ্বীপের এরূপ ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থার মিল রয়েছে। কোরিয়া উপদ্বীপের মতোই আরব উপদ্বীপের তিন দিক পানিবেষ্টিত ও এক দিক স্থলবেষ্টিত। এর পূর্বে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে সিরিয়া ভূ-খন্ড অবস্থিত। এছাড়া উদ্দীপকে কোরিয়ার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমতলভূমিকে উর্বর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাক-ইসলামি আরব উপদ্বীপে পাহাড়ি ও উর্বর এ দুইটি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোরিয়া উপদ্বীপের উর্বর অঞ্চলের ন্যায় আরব উপদ্বীপের উর্বর অঞ্চলেও কফি, নীল, খেজুর, শাক-সবজি ও বিভিন্ন ফলসমূহ, প্রচুর শস্য জন্মে। আর এভাবেই কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

ঘ না, আমি মনে করি, কোরীয়বাসীদের ওপর আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও আরবদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।
এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব উপদ্বীপটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। শুষ্ক ও উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং জনজীবনে এর প্রভাব আরব উপদ্বীপকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ উপদ্বীপটির আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ছিল। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত কোরিয়া উপদ্বীপটির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।
কোরিয়া উপদ্বীপটি ভূ-প্রাকৃতিকভাবে পাহাড়ি ও সমতল ভূমি সমন্বয়ে গঠিত। সমতল ভূমির মাটি উর্বর হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য জন্মে। এ উপদ্বীপের আবহাওয়া কৃষি ও জনগণের জীবনাচরণের অনুকূলে। কোনো উল্লেখযোগ্য মরুভূমি না থাকায় এ অঞ্চলে আবহাওয়ায় তেমন কোনো শুষ্কতা বিরাজ করে না। ফলে জনগণের জীবনযাপনে আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেরতে পারে না। অপরপক্ষে, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন— মরু অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল এবং উর্বর অঞ্চল। তবে আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আরব উপদ্বীপ সিরিয়ার মরুভূমি, আফ্রিকার সাহারা ও গোবি মরুভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। আরবে উত্তর অঞ্চলে শ্বেত ও লোহিত বালুকায় পরিপূর্ণ এলাকা 'আন নুফুদ' অবস্থিত। এ অঞ্চল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। এছাড়া আদ দাহনা ও আল হাররাহ অঞ্চলও অতিরিক্ত উষ্ণতা ও ভূমির অনুর্বরতার জন্য বসবাসের উপযোগী নয়। এরূপ শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, ভূমির অনুর্বরতা, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদির জন্য আরববাসীগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করত। প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে করতে তারা একদিকে যেমন রুক্ষ, দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ সৈনিক। অন্যদিকে তারা কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হয়ে গড়ে উঠে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আরবের আবহাওয়া ও জলবায়ু তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ জনাব এজাজ আহমদ সাহেব টাঙ্গাইল থেকে বদলি হয়ে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক হিসেবে আগমন করেন। 'মৌলভীবাজারের দুঃখ' বলে পরিচিত মনু নদীতে প্রতি বছর বন্যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে করে উক্ত এলাকার জনগণের কষ্টের সীমা থাকত না। জনাব এজাজ আহমদ সাহেব মনু নদীতে বাধ নির্মাণ করে বন্যার পানিকে সেচ কার্যে ব্যবহার করে মৌলভীবাজারে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। মৌলভীবাজার এখন এক সমৃদ্ধশালী জেলায় পরিণত হয়েছে। মনু নদীকে এখন মৌলভীবাজার জেলার প্রাণ ও উন্নয়নের চাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

Teachingbd.com

ক. জাহেলিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১
খ. বেদুইনের গোত্রপ্রথা সম্পর্কে কী জান? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনু নদীর সাথে পাঠ্যবইয়ের বর্ণিত কোন নদীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ কার্যের উদ্ভাবন কৃষি উন্নতির কোন সভ্যতার সহিত সম্পৃক্ত? আলোচনা করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহেলিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, তমসা, অন্ধকার।

খ বেদুইনদের গোত্রপ্রথা সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। বেদুইনগণ পরিবারবদ্ধ হয়ে বসবাস করত তাঁবুতে। কয়েকটি তাঁবু নিয়ে গঠিত হতো শিবির বা হাই এবং একাধিক শিবির বা হাইয়ের সদস্যরা মিলে গঠন করে গোষ্ঠী বা কওম, প্রধান ছিল শেখ। প্রত্যেক বেদুইন গোত্রের এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে যা 'জিরা' নামে পরিচিত। বৃষ্টিপাত ভালো না হলে তারা প্রতিবেশী জিরায় গমন করত এবং এভাবেই গোত্রে গোত্রে বন্ধুত্ব তৈরি হতো। কখনও কোনো গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত এবং রক্তের বদলে রক্তই ছিল মরুভূমির আইন।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ মৌলভীবাজারের মনু নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ কার্যের উদ্ভাবনের ন্যায় মিসরীয় সভ্যতা কৃত্রিম সেচ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

মিসরীয় সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত। প্রাচীন মিসরই ছিল বিশ্বের সকল উন্নতির অগ্রদূত। মিসরের এ উন্নতির পেছনে নীল নদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কৃষিক্ষেত্রে নীল নদ উদার ভূমিকা পালন করার কারণেই মিসরীয় সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। নদীর দানে কৃষির উন্নতির এমন দৃষ্টান্ত উদ্দীপকেও লক্ষণীয়। মৌলভীবাজারের মনু নদীতীরের মানুষ নদীর অববাহিকায় সেচ কাজ, ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষি সম্পর্কিত সকল কাজ করে থাকে। ফলে অন্যান্য সকল দিকের মতো কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নও মৌলভীবাজারের মানুষকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে নীল নদের অবদানের ফলে মিসরেও এমন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে নীল নদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। এ সময় পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি ও অজস্র জলজ উদ্ভিদ আবাদি জমিতে এসে পড়ত। মাসব্যাপী স্থায়ী এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারার পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। প্লাবন শেষে বন্যার উর্বর পলি মাটিতে নীল নদের উভয় তীর দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল পর্যন্ত ভরে যেত। এ কারণে মিসরের জমি খুব উর্বর হতো। তাই মানুষ খুব সহজেই নরম মাটিতে ফসল ফলাতে পারত। ফলে এখানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আর কৃষি উৎপাদন প্রাচীন মিসরীয়দের প্রধান জীবিকা হওয়ায় এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই মিসর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মৌলভীবাজারের ন্যায় নদীর অপার দানকে কাজে লাগিয়ে মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪০ স্বপ্না একটি বিশেষ এলাকার জাতি-গোষ্ঠীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এই জাতির লোকেরা প্রাচীন কালে বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তারা আরিবা ও মুস্তারিয়া নামে খ্যাতি লাভ করে। এই খ্যাতির অবস্থান অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। *[পঞ্চগড় সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]*

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম কী? ১
খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের পর্যালোচনা কৃত জাতির পরিচয় কোন জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত জাতির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম আরব উপদ্বীপ।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে পর্যালোচনাকৃত জাতিটি ছিল আরবের আদিম অধিবাসী।

আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। আরব গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন আরবদের ৩টি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। যারা আরব-ই-বায়দা, আরব-ই-আরিবাহ ও আরব-ই-মুস্তারিবাহ নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও আরবের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে স্বপ্না একটি বিশেষ জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করে। যারা প্রাচীনকালে বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তারা আরিবা ও মুস্তারিয়া নামে পরিচিত লাভ করে। খ্যাতি অনুসারে তারা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবের আদিম অধিবাসীরা বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। যাদেরকে আরব-ই-বায়দা বলা হত। বায়দা ও বাকিয়া শব্দের অর্থ জঙ্গল। বাদিয়াদের বেদুইন বলে। পরবর্তীতে এই গোষ্ঠী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আরব উপদ্বীপে আরব-ই-আরিবাহ নামক জাতি বসতি স্থাপন করে। বনু কাহতান ছিল এ জাতিগোষ্ঠীর একটি বংশ। যারা দক্ষিণ আরবে বসবাস করত। মূলত এই গোত্রের উত্থানের মধ্যদিয়েই আরবে ইতিহাস রচনা শুরু হয়। অন্য দিকে আরবের উত্তরের অধিবাসীরা আরব-ই-মুস্তারিবাহ নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচিত গোষ্ঠীটি আরবের আদিম অধিবাসী ছিল।

ঘ স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত আরবের আদিম জাতির ওপর আবহাওয়ার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে আরব অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত থাকলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারেনি। কারণ আরব ভূমি তথা আল হিজাজে তিন বছর বা তার বেশি সময় বৃষ্টিহীন থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রাচীন আদিম আরবরা এই ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করত যাযাবরের মতো। যার ফলে এরূপ আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব তাদের ওপর পড়ত। মাঝে মাঝে মরু প্রান্তরে কয়েক বছর বৃষ্টিহীন থাকার ফলে স্থানীয় যাযাবরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিংবা বিশাল মরুভূমিতে বালুঝড়ের কবলে পড়েও অনেক যাযাবর গোত্র নিশ্চিত হয়ে যায়। তাছাড়াও অতিরিক্ত গরম, তৃণভূমি না থাকার ফলে যাযাবরদের জনজীবন বিপর্যস্ত হতো এবং অনেক সময় পুরো জাতি বা গোত্র এই বিরূপ আবহাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিটির ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য দেখা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত জাতিটি ছিল প্রাচীন আরবের। অনুরূপভাবে ইসলাম-পূর্ব-আদিম আরবও ছিল যাযাবর। তাদেরও স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। কারণ আরব ভূমির অধিকাংশই বৃষ্টিহীন মরু প্রান্তর। এখানে আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতার প্রবণতাই বেশি। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে স্বাভাবিক কারণে মেঘ উঠলেও মরুর বালুঝড় তা বাতাসেই শুষে নেয়। তখন অল্প সময়ের জন্য ঝড় বৃষ্টির প্রাবল্য আল হিজাজে দেখা দিত এবং তা বিপজ্জনক হয়ে উঠত। কিন্তু এই বৃষ্টির পরই আবির্ভাব ঘটত তৃণভূমি। ফলে উক্ত আল হিজাজের প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে স্থায়ী বাসিন্দা গড়ে ওঠে। আদিম আরবদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই ছিল যাযাবর। উত্তপ্ত মরুভূমিতে পানি যেখানে দুর্লভ সেই আরবে এই যাযাবররা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হতো। আবহাওয়ার এই বিরূপ প্রভাবের ফলে তৎকালীন আরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অনেক জাতি। যাদের মধ্যে বায়দা বা বাকিয়া উল্লেখযোগ্য ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আদিম আরবে যাযাবরদের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪১ টিভিতে একটি খবর দেখে অবাক হয়েছি। পৃথিবীতে এখনো অনেক মানুষ আছে যারা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসেনি। খবরটি হলো— আফ্রিকা মহাদেশে অনেক দেশ আছে যে দেশের অধিবাসীরা পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বাস করে। তারা ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না। বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি পরিবেশ তাদের জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তবে সাহসিকতা, আতিথেয়তা স্বজনপ্রিয়তা ও মননশীলতায় তারা ব্যতিক্রম। খাদ্যের অভাব হলে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। *[চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ইলিয়ড ও ওডেসি কোন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ২

গ. আফ্রিকার জঙ্গলী মানুষের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কাদের জীবনপ্রণালি মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আফ্রিকার পাহাড়ি মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলিয়ড ও ওডেসি গ্রিক সভ্যতার অমূল্য সম্পদ।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আফ্রিকার জঙ্গলী মানুষের সাথে প্রাচীন আরবের মরুবাসী বেদুইন বা যাযাবর আরবদের মিল পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্টভাবে একটি অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। তবে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রাচীন আরবের বেদুইনরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতো না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াত। বেদুইনদের সাথে প্রায়ই স্বার্থান্বেষী শহরবাসীদের সংঘর্ষ লাগত। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত আফ্রিকার কিছু মানুষ যারা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসেনি। তারা পাহাড়, জঙ্গলে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বাস করে। তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি পরিবেশ তাদের জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তার পরও তারা সাহসিকতা, আতিথেয়তা, স্বজনপ্রিয়তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে তারা ব্যতিক্রম। অভাবের ফলে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবের বেদুইনদের জীবনপ্রণালি, নিয়মনীতি, সাহসিকতার ক্ষেত্রে অভিন্নতা দেখা যায়। স্থায়ীভাবে বেদুইনরা এক জায়গায় থাকত না। জীবিকার তাগিদে মরুর বিভিন্ন জায়গায় তারা ছুটে বেড়াত। প্রকৃতির সাথে কঠোর সংগ্রাম করে পানি ও খাদ্য সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। উদ্দাম ও বেপরোয়া জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত ছিল। বিশেষ করে মরুভূমির কঠোর প্রকৃতি, পানির স্বল্পতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুবর্বরতা প্রভৃতি কারণে তারা উদ্দাম ও অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল। গোত্রীয় চেতনাই তাদের গোষ্ঠীবদ্ধতার মূল কারণ। অতিথি আপ্যায়নেও তারা আন্তরিক ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আফ্রিকার জঙ্গলী মানুষের সাথে প্রাচীন আরবের বেদুইনদের মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ সৃজনশীল ২৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ সিফাত একটি ছোট শহরে বাস করে। তার শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিত। যদিও নদীর প্লাবনে ফসলের ক্ষতি হয় এবং শহর প্লাবিত হয়। কিন্তু শহরবাসী বসে না থেকে সরকারের সাহায্য নিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। এ পানির দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায় এবং নদীপথে বাণিজ্য করে আর্থিক উন্নতি লাভ করে। তাদের বসতবাড়িগুলো তারা খুব যত্ন সহকারে তৈরি করে। তবে মন্দির ও মসজিদ তৈরিতে তারা তেমন যত্নশীল ছিল না। তাদের শহর ধর্মীয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ]*

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে কী বলা হত? ১

খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিফাতের শহরে কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন সভ্যতায় সুমেরীয়দের ধর্মমন্দিরকে 'জিগুরাত' বলা হতো।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সিফাতের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর পূর্বে পুরোপলীয় যুগ হতে নবোপলীয় যুগ পেরিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে মিসরে সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মিসরীয়দের অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিফাতের বসবাসরত শহরটির ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি। নদীর প্লাবনে তাদের ফসলের ক্ষতি হলেও তারা বসে না থেকে সরকারের সাহায্য নিয়ে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং পানি দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায়, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে তোলে। মিসরীয়দের ক্ষেত্রে একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নত নগর পরিকল্পনার জন্য তারা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তাদের নির্মিত রাস্তাঘাট এবং সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তাদের আভিজাত্য এবং উন্নত রুচিবোধের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া বর্ষার সময় নীল নদের দু'কূল ছাপিয়ে পানি উঠত, যা নগরীবাসীকে দুরবস্থায় ফেলে দিত। এ সমস্যা সমাধানে মিসরীয়রা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে, যা তাদের কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এনে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সিফাতের শহরের সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারই সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের তুলনামূলক আলোচনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মিসরীয়রা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। সূর্য ছিল তাদের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতার নাম 'রে' বা 'রা' থেকে 'আমন রে'-তে রূপান্তরিত হয়। তারা বিশ্বাস করত 'আমন রে' এবং 'ওসিরিস' মিলিতভাবে পৃথিবী পরিচালনা করেন। মিসরীয় সভ্যতার অবসানের যুগে ধর্মে নানারকম কুসংস্কার যুক্ত হয়। পুরোহিতরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থ আদায় করত।

পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে বর্ণিত শহরের লোকজনের মাঝে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িকতা নেই। তারা নিজেদের উন্নতি নিয়েই সবসময় চিন্তাভাবনা করে। তাদের কাছে জাতীয় উন্নতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মিসরীয়দের স্থাপত্যশিল্পের সাথেও উদ্দীপকের শহরের স্থাপত্যশিল্পের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মিসরীয়রা মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য পিরামিড তৈরি করে, যা একসময় সপ্তাশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া তাদের স্থাপত্যশিল্পে প্রধান জায়গা করে নেয় ধর্মমন্দিরগুলো। মিসরের জাতীয় শক্তি ও পারলৌকিক বিশ্বাসে গড়ে ওঠা এ মন্দিরগুলো শিল্পকলার উৎকর্ষ প্রমাণ করে। কিন্তু উদ্দীপকের শহরের লোকজন মন্দির ও মসজিদ নির্মাণে যত্নশীল নয়। তারা তাদের বাড়িঘরগুলো পরিকল্পিতভাবে এবং যত্নসহকারে নির্মাণ করতে আগ্রহী ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শহর ও মিসরীয়দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৩ রূপগঞ্জ গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম। সেখানকার মানুষ সহজ-সরল জীবন যাপন করে। মাটি উর্বর কিন্তু গ্রামে প্রতিবছর বন্যা হওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সমস্যা সমাধানের উপায় বের করার জন্য গ্রামবাসী মাসুদ সাহেবের বাসায় একত্রিত হয়। মাসুদ সাহেব বললেন, প্রাচীন কালে কোনো এক সভ্যতার মানুষেরা এ জাতীয় সংকটের মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা শুধু সংকট সমাধানের পথ বের করেনি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, খুলনা]*

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে কী বলা হতো? ১

খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রূপগঞ্জের অধিবাসীরা কোন সভ্যতার আলোকে তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তারা শুধু সংকট সমাধানের পথ বের করেনি, মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছে উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে 'জিগুরাত' বলা হতো।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ রূপগঞ্জের এলাকাবাসী প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, মিসরের নীলনদের পানি উপচে দুকূল ছাপিয়ে নবোপলীয় মানুষের কৃষ্টি উৎপাদনসহ সকল সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। উক্ত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের রূপগঞ্জ এলাকার লোকজন মিসরীয়দের মতোই সমস্যা কবলিত। তারাও নদীর বন্যার কারণে ক্ষতির শিকার। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব এবং তারাও মিসরীয়দের মতো বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। অর্থাৎ মিসরীয়দের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে রূপগঞ্জ এলাকাবাসী নদীকে তাদের উপকারের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে পারে।

ঘ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষের বুদ্ধিমত্তার যে বিকাশ ঘটেছিল তা শুধু সংকট নিরসনে অবদান রাখেনি বরং তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে, স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে— এমনকি কাগজ আবিষ্কার ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মিসরীয় সভ্যতার অবদান রয়েছে। যেমন— প্রাচীন মিসরীয়রা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মেনে পূজা করত এবং সূর্যদেবতা 'আমন' বা 'আমন রে' ছিল তাদের প্রধান দেবতা। স্বর্গের প্রতিনিধি হিসেবে তারা ফারাওদের পূজা করত। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা মিসরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল যার ভেতরে ফারাওদের দেহ মমি হিসেবে সংরক্ষিত হতো। এ সভ্যতার শেষ ভাগে পুরোহিতদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধর্মমন্দির নির্মিত হয় এবং বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্মমন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশপথে ভাস্কর্য বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন সময়ে সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়েই মিসরীয় চিত্রকলার সূচনা হয়। সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের প্রধান অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার যা 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে পরিচিত। অর্থাৎ 'পবিত্র লিপি' তারা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং কাগজের আবিষ্কার তাদের মাধ্যমেই হয়। তারা নীলনদের তীরে জন্মানো প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নত মানের কাগজ আবিষ্কার করে। প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধ মিসরীয় লিপি উদ্ধারের পর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রাচীন মিসরে উন্নত মানের সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মিসরীয়রা শুধু উদ্দীপকে বর্ণিত সংকট নিরসনই নয়, মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধনেও মিসরীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ বাংলা ভাষাকে শাসন করে বাংলা একাডেমি নামক একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। ঠিক তেমনি ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে Oxford - অনুরূপভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করতো। এই মেলায় সে অঞ্চলের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করতো। সেখানে নানা বর্ণিল উৎসবের মাঝে কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কারের পাশাপাশি তাদের সৃতিকর্মকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে পবিত্র গৃহে ঝুলিয়ে রাখা হতো। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে 'আল আমিন' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ভাষা বিকাশে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ মেলায় তৎকালীন যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থায় সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে— ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা বা অন্ধকার যুগ।

খ সৃজনশীল ৩২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মেলার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রাক-ইসলামিক যুগের উকাজ মেলায় আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ সময় আরবে সাহিত্যিকগণ বেশকিছু মূল্যবান সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, উদ্দীপকেও তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগণ সে অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করতো সেখানে কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। সে অঞ্চলের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা সে মেলার অংশগ্রহণ করতো। অনুরূপভাবে প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবেও একটি মেলার আয়োজন করা হতো যা উকাজ মেলা নামে পরিচিত। প্রতি বছর এখানে কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং শ্রেষ্ঠ কবিতাকে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এ সময় আরবে সাহিত্যিকগণ বেশকিছু মূল্যবান সাহিত্যকর্ম সম্পাদনা করেছিলেন। তাদের ভাষাজ্ঞান উন্নত ছিল। কবিতা রচনা, বাগ্মিতা ও সাহিত্যে তারা বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন। যার মধ্যে দিওয়ান-আল হামাসা' 'আল মুফাজ্জালিয়াত' ও কিতাব আল-আগানীর' নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। যা আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আরবি ভাষা বহু শতাব্দীকাল ধরে সভ্যজগতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভাষার বিকাশে কবি সাহিত্যিকদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbazar.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

অধ্যায়-১: প্রাক-ইসলামি আরব

১. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক আরব দ্বীপ খ আরব মরুভূমি
গ আরব সংস্কৃতি ঘ আরব উপদ্বীপ **ঘ**

২. আরবের বৃহত্তম মরুভূমির নাম কী? (জ্ঞান)
ক নুফুদ খ আদ দাহানা
গ গোবি ঘ সাহারা **ক**

৩. সাইমুম কাকে বলে? (অনুধাবন)
ক মরুভূমির বৃষ্টিপাতকে
খ মরুভূমির বালুঝড়কে
গ মরুভূমির মরীচিকাকে
ঘ মরুভূমির ঝর্ণাকে **খ**

৪. আসাবিয়া কী? (জ্ঞান)
ক যাযাবর আরবদের গোত্রের মূলমন্ত্র
খ প্রাচীন আরবের বৃহৎ জনগোষ্ঠী
গ প্রাচীন আরবের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী
ঘ প্রাচীন আরবীয় বাসিন্দা **ক**

৫. আরবে মক্কার নিকটবর্তী স্থানে প্রতি বছর কী মেলা হতো? (জ্ঞান)
ক উকায খ আকাব
গ বেদুনা ঘ আলফালা **ক**

৬. আফ্রিকার রিখা জাতিগোষ্ঠী আমাজান জঙ্গলে বসবাস করত এবং খাদ্যের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। রিখা জাতিগোষ্ঠীর সাথে আরবের কোন জনগোষ্ঠীর মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বেদুইন খ কুরাইশ
গ ইহুদি ঘ নাসারা **ক**

৭. পাথরের যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **ক**

৮. পুরোপলীয় যুগ কী? (জ্ঞান)
ক পুরনো পাথরের যুগ
খ তাম্রযুগ
গ নতুন পাথরের যুগ
ঘ লৌহযুগ **ক**

৯. আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ কোন জিনিসের আবিষ্কার করেছে? (অনুধাবন)
ক পাথর খ আগুন
গ মুদ্রা ঘ অস্ত্র **ঘ**

১০. মিসরকে নীলনদের দান বলেছেন কে? (জ্ঞান)
ক পি.কে. হিট্টি খ হেরোডোটাস
গ আমীর আলী ঘ বিজয় সেন গুপ্ত **খ**

১১. হায়রোগ্লিফিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অপবিত্র লিপি খ অনুলিপি
গ পবিত্র লিপি ঘ প্রতিলিপি **গ**

১২. পিরামিড নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক ঐশ্বর্য প্রদর্শন
খ মৃতদেহ সংরক্ষণ
গ বিপদে আশ্রয় গ্রহণ
ঘ শাসনকার্য পরিচালনা **খ**

১৩. নগররাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায় কোন সভ্যতায়? (জ্ঞান)
ক মিসরীয় খ সুমেরীয়
গ রোমান ঘ গ্রিক **খ**

১৪. চীনের দুঃখ বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক নীলনদকে খ সিন্ধুনদকে
গ লোহিত সাগরকে ঘ হোয়াংহো নদীকে **ঘ**

১৫. আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি কোথায়? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
ক সিরিয়া খ মিসর
গ তুরস্ক ঘ সৌদি আরব **খ**

১৬. মিসরীয় লিখন পদ্ধতি কয়টি স্তরে বিকশিত হয়? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **খ**

১৭. জিগুরাত ছিল— (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]
ক সুমেরীয় ধর্মমন্দির
খ মিসরীয় ধর্মমন্দির
গ ক্যালডীয় ধর্মমন্দির
ঘ অ্যাসিরীয় ধর্মমন্দির **খ**

১৮. হায়রোগ্লিফিকস বা চিত্রলিখন কী? (জ্ঞান) [মেহেরপুর সরকারি কলেজ]
ক মিসরীয় লিখন পদ্ধতি
খ হিমারীয় লিখন পদ্ধতি
গ সুমেরীয় লিপি
ঘ আব্বাসীয় লিখন পদ্ধতি **ক**

১৯. কোন রাজা সমগ্র মিসরকে একত্রিত করেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক মেনেস খ হাম্মুরাবি
গ জুলিয়াস ঘ ফেরাউন **ক**

২০. সম্রাট হাম্মুরাবি কোনটি প্রণয়ন করে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক মূল্যবান সাহিত্য খ নতুন ধর্ম
গ আইন সংহিতা ঘ নতুন নীতিমালা **গ**

২১. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটির মধ্যবর্তী স্থানকে কী বলে? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক মেসোপটেমীয় খ আসুর
গ ব্যাবিলন ঘ সাত-ইল-আরব **ক**

২২. লিখন পদ্ধতি চিত্র ইত্যাদির আবিষ্কারের সাথে কাদের নাম জড়িত? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক মেসোপটেমীয় সভ্যতার লোকদের
খ গ্রিক সভ্যতার লোকদের
গ রোমান সভ্যতার লোকদের
ঘ সিন্ধু সভ্যতার লোকদের **ক**

Teachingbd.com

২৩. পৃথিবীর ইতিহাসে কারা প্রথম 'সৌরপঞ্জিকা' উদ্ভাবন করে?
ক মিসরীয়রা খ সুমেরীয়রা
গ রোমানরা ঘ গ্রিকরা খ

২৪. সুমেরীয় সভ্যতায় রাজ্যগুলো পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকত কেন? (অনুধাবন)
ক উত্তরাধিকারের জন্য
খ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য
গ স্বভাবগত কারণে
ঘ বহিঃশত্রুর আক্রমণে খ

২৫. কোন সভ্যতাকে নগরসভ্যতা বলা হয়? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক গ্রিক সভ্যতা
খ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা
গ চীনা সভ্যতা
ঘ সিন্ধু সভ্যতা ক

২৬. গ্রিসের কোন নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক স্পার্টা খ এথেন্স
গ থিবস ঘ কোরিন্থ খ

২৭. কারা প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিল? (জ্ঞান) [মেহেরপুর সরকারি কলেজ]
ক রোমানরা খ ইরাকিরা
গ গ্রিকরা ঘ ভারতীয়রা গ

২৮. History of the Person War's গ্রন্থটি রচনা করেন কে? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক হোমার খ সক্রেটিস
গ এরিস্টটল ঘ হেরোডোটাস ঘ

২৯. অলিম্পিক খেলা প্রচলিত হয়েছিল কেন? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক শুধু বিনোদনের
খ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে
গ গ্রিক বীরদের বীরত্ব দেখানোর জন্য
ঘ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে খ

৩০. রোমান সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
ক টাইগ্রিস খ ইউফ্রেটিস
গ নীল ঘ টাইবার ঘ

৩১. হেবিয়াস কর্পাস বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক তামাদি আইন খ রোমান আইন
গ মুসলিম আইন ঘ টর্ট আইন খ

৩২. আরবদের দার্শনিক– (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক আল কিন্দি খ আল ফারাবি
গ ইবনে সিনাহ ঘ আল গাজ্জালি ক

৩৩. কোন কবিকে আরবদের ডেভিড বলা হয়েছিল? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ]
ক আন তারা ইবন-শাদ্দাদ
খ লাবিদ ইনন-রাবিয়া
গ আমর ইবন-কুলসুম
ঘ ইমরুল কায়েস ঘ

৩৪. আরববাসী কোন দুটি জিনিসকে খুব সম্মান করত? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক মদ ও নারী
খ কবিতা ও যুদ্ধ
গ খেজুর গাছ ও উট
ঘ যুদ্ধ ও নারী খ

৩৫. আরবীয় ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক সমভূমিতে অবস্থিত বলে
খ মরুভূমিতে অবস্থিত বলে
গ সবদিকে পানিদ্বারা বেষ্টিত বলে
ঘ তিনদিকে পানিদ্বারা বেষ্টিত বলে গ

৩৬. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো কৃষি উৎপাদনের অনুকূল হওয়ায় এসব এলাকা বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। এ অঞ্চলসমূহ আরবের কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে? (প্রয়োগ)
ক হেজাজ খ ইয়েমেন
গ ওমান ঘ হাজরামাউত ক

৩৭. আরবের অধিবাসীগণের রুক্ষ, দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ সৈনিক হয়ে উঠার নেপথ্যে কোন বিষয়টি যৌক্তিকভাবে পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য
খ রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকা
গ বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে হুমকি মনে করা
ঘ প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা ক

৩৮. প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের পর কোন যুগের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
ক পাথরের যুগের খ সভ্যতার যুগের
গ পুরোপলীয় যুগের ঘ নবোপলীয় যুগের খ

৩৯. মিসরে সাম্রাজ্যের যুগের সূচনা করেন কে? (জ্ঞান)
ক প্রথম আহমোজ খ তৃতীয় থুথমোস
গ দ্বিতীয় রামসেস ঘ তৃতীয় আমেনহোটেপ ক

৪০. পানিদ্বারা পরিচালিত ঘড়ি কারা আবিষ্কার করে? (জ্ঞান)
ক মিসরীয়রা খ গ্রিকরা
গ সুমেরীয়রা ঘ হিব্রুরা গ

৪১. মহাকাব্য ইনিড কার লেখা? (জ্ঞান)
ক দান্তে খ হোমার
গ ভার্জিল ঘ কৌটিল্য গ

৪২. কাসিদা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
ক কাব্য খ মহাকাব্য
গ গীতিনাট্য ঘ গীতিকাব্য ঘ

Teachingbd.xyz

করেছে— (অনুধাবন)

i. নীলনদ

ii. লোহিত সাগর

iii. ভারত মহাসাগর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৪. ইয়ামেন শব্দের অর্থ— (অনুধাবন) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ]

i. সৌভাগ্যবান

ii. সুখী

iii. সুন্দর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৪৫. আরব বেদুইনরা জীবিকা নির্বাহ করত— (অনুধাবন) [সরকারি কে. সি. কলেজ ঝিনাইদহ]

i. পশুপালন কমর

ii. কৃষিকাজ করে

iii. লুটতরাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৬. ইসলাম-পূর্ব আরবের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল— (অনুধাবন)

i. পশুপালন

ii লুটতরাজ

iii. সুদ ব্যবসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৪৭. সৈয়দপুর গ্রামের কৃষকেরা একজন লোকের কাছে ঋণী। তারা ঋণের চেয়েও অধিক টাকা তাকে দেয়। এই ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয় জাহেলিয়া যুগের—(অনুধাবন) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]

i. সুদ প্রথা

ii. মহাজনি প্রথা

iii. বিনিময় প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii ক

৪৮. প্রাক ইসলামি আরবে আল্লাহর কন্যা বলা হতো— (অনুধাবন)

i. লাতকে

ii. উজ্জাকে

iii. মানাতকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

X যুগকে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পুরোপলীয় যুগের উন্নততর সংস্কার হচ্ছে নবোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ যাযাবর জীবন থেকে সভ্য জীবনে পদার্পণ করতে শেখে।

৪৯. অনুচ্ছেদে 'X' যুগ বলতে কোন যুগকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক ঐতিহাসিক খ লৌহ

গ প্রাগৈতিহাসিক ঘ আধুনিক গ

৫০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যুগে মানুষের যাযাবর থাকার নেপথ্যে কোন বিষয়টি প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য স্থানান্তরিত হওয়া

খ শিকারের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া

গ কৃষির জন্য স্থানান্তরিত হওয়া

ঘ কাজের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হওয়া খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সোমপুর গ্রামের একদল মানুষ সারা বছর প্রতিমা বানায়। পাথর কিংবা মাটি দ্বারা তৈরি এসব প্রতিমা ও অবয়ব নানা ডিজাইন ও আকৃতির সৌন্দর্যমন্ডিত ও ব্যবহারিক রঙের এসব শিল্পকর্ম মানুষের কাছে সমাদৃত। এ শিল্পের দ্বারা এলাকাটি বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। [স্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

৫১. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক স্থাপত্য খ ভাস্কর্য

গ ধর্ম ঘ সমাজব্যবস্থা খ

৫২. উক্ত শিল্পটির বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ব্যাপকতা

ii. বৈচিত্র্য

iii. ধর্মীয় ভাবধারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii

গ i ও ii ঘ i, ii ও iii খ

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বৈরশাসক ইদি আমিনের শাসনকালে অন্যায়-অত্যাচার, কলহ-বিবাদ, সাধারণ লোকদের হত্যা, নারীদের লাঞ্ছনা, মানবাধিকার হরণ প্রভৃতিতে উগান্ডা দোজখে পরিণত হয়েছিল।

৫৩. আলোচ্য উদ্দীপক কোন যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)

ক জাহেলিয়া যুগ খ সামন্তবাদের যুগ

গ আদিম যুগ ঘ আধুনিক যুগ ক

৫৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বর্বর জীবনপ্রণালীর অভিপ্রায়

ii. উন্নত সংস্কৃতির ধারক

iii. অজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতা জর্জরিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

teachingbd.com